188
Mr. Ahmed Toufiq Choudhury
Po. Shelbarash
Via Dharampasha Sylhet

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহমদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ১৯ পয়সা
অন্যের জন্য " " " ২৲ " " " ১০ পয়সা

পাক্ষিক আহমদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহমদী।
পোঃ বক্স নং৬. ১৬।১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৫শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, 15th & 30th January. 1962 | ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যা
১লা ও ১৫ই মাঘ, ১৩৬৮ বাং, ৮ই ২২শে শাবান ১৩৮১ হিঃ

আহমদীয়া জামাতের ৭০ তম বার্ষিক জলসা আরম্ভ হইবার সওয়া ঘণ্টা পূর্ব্বে হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ)র ইন্তেকাল

জানাজার নামাজে অভূতপূর্ব্ব লোক সমাবেশ

হজরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব জানাজা পড়াইয়াছেন

এবং

জলসায় আগত সমস্ত মেহমান ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন

রাবওয়াহ আজ ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬১ ইং, ২৬শে রজব ১৩৮১ইং হিজরী সোমবার সকাল ৮টার সময় হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর কনিষ্ঠ সাহেবজাদা হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) ইন্তেকাল করিয়াছেন। "ইন্নলিল্লাহে ওয়া [illegible] লাইহে রাজেউন।" ওফাতের পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য অনেকটা সু[illegible]ইয়াছিল এবং তিনি লাহোর হাসপাতাল হইতে রাবওয়াহ [illegible]র্ত্তন করিয়াছিলেন। এমন কি ইন্তেকালের পূর্ব্ব দিন স্বয়ং জলসার ময়দানে গিয়া সুচারুরূপে সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ দিনই গোসলখানার মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার ফলে হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, ঐ রাত্রিতেই হৃদযন্ত্রে পীড়া দেখা দেয়। যার ফলে সকাল ৮টায় এই নশ্বর দুনিয়া ছাড়িয়া চিরস্থায়ী দুনিয়াতে প্রস্থান করিয়াছেন।

সাহেবজাদা মির্জা বশীর আহমদ সাহেব হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) লিখিত জলসা সালানার উদ্বোধনী বক্তৃতা পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ শুনাইলেন জলসায় সমবেত ৮৫০০০ পঁচাশি হাজার শ্রোতাকে। সংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গেই জলসা গাহে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিল এবং প্রত্যেককের মধ্যে বিষন্নতা দেখা দিল। এই সংবাদ ঘোষণার পরই মির্জা বশীর আহমদ সাহেব উপস্থিত জনতাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ)র মৃত্যু একটি পরীক্ষা বিশেষ। খোদাই জামাতের প্রতি আসে এবং আসিবার ভবিষ্যদ্বানী ও রহিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্য এই পরীক্ষাকে ধৈর্য্য, সাহস, নামাজ ও জিকরে ইলাহী দ্বারা সহ্য করা। বক্তৃতা জারি রাখিয়া হজরত মিঞা সাহেব বলেন, আমার এই প্রিয় ভাই মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর প্রতি বহু ইলহাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল "আম্মারাহুল্লাহু আলা খেলাফেত-তাওয়াক্কু" অর্থাৎ —"আল্লাহতালা তাঁহাকে (শরীফ আহমদকে) আশাতিরিক্ত আয়ু দান করিবেন। এই ইলহাম তাঁহার ভয়ানক রোগাবস্থায় হইয়াছিল।"

"তাজকেরাহ নতুন এডিশন ৭১৭ পৃঃ। বদর জিঃ—৬,
নং—২২, ৩১শে—মে, ১০০৭ ইং ৪ পৃঃ। আলহাকাম — জিঃ—১১
নং—১৯, ৩১শে মে, ১৯০৭ ইং, ৩ পৃঃ।

এই ইলহাম তাঁহার মন্দ স্বাস্থ্যের সহিত পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। গত ২০।২২ বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি কোন কোন সময় মনে হইত যে এইবার আর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু প্রত্যেক বার আশ্চর্য্যরূপে

এই ইলহাম পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক ইলহাম আছে যেগুলি ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হইবে।

হজরত মিঞা সাহেব সবুর ও সালাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে খোদাই জামাতে জান ও মালের দ্বারা পরীক্ষা হইলে জামাতকে কিরূপে সবুর ও সালাত দ্বারা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় ঐ বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেন। এই সম্পর্কে হজরত রসুল করীম (দঃ) এর ওফাৎ এবং হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে কোন কোন সাহাবা (রাঃ)র অবস্থা ও আদর্শের উল্লেখ করেন।.....

হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ)র ওফাৎ প্রসঙ্গে জামাতকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দানের পর হজরত মিঞা সাহেব জলসা সালানার জন্য হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) লিখিত উদ্বোধনী বক্তৃতা পাঠ করিয়া শুনান। (ঐ বক্তৃতা আগামী সংখ্যা "আহমদী"তে পাঠ করুন। স, আঃ) এবং সমবেত জনতা সহ দোয়ার সহিত ৭০ তম, জলসা সালানার ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার একান্ত ইচ্ছা পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের আহমদী বোজর্গানের জীবন চরিত সংগ্রহ করা। আমার এই ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন আমাদের বোজর্গানের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্ম্মীদের সহযোগিতা। সুতরাং আমি পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান আহমদী ভাই-বোনদের খেদমতে অনুরোধ জানাইতেছি যে আপনারা আমাদের পরলোকগত বোজর্গানের জীবন চরিত সম্বন্ধে যে যাহাই অবগত থাকুন না কেন আমাকে লিখিয়া জানাইবেন। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, জাতীয় উন্নতির জন্য ইহা একটি অপরিহার্য্য বিষয়।

নিবেদক—আহসানউল্লাহ সিকদার।
নারায়ণগঞ্জ।

জলসা সালানার প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের পর (জলসার সময় হ্রাস করা হইয়াছিল) বেলা আড়াইটার সময় হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) র জানাজা বেহেশতী মকবেরার ময়দানে আনা হয় এবং অতীব সঙ্ঘবদ্ধতা ওশৃঙ্খলার সহিত সমবেত জনতাকে শেষ বারের মত ঐ জ্যোতির্ম্ময় চেহারা দেখিবার সুযোগ দেওয়া হয়। অতঃপর বিকালে চারটার সময় জানাজার নামাজ পড়াইলেন হজরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব। অতিরিক্ত লোক সমাগমের দরুন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে জানাজা কাঁধে লওয়া, কবরে রাখা প্রভৃতি কাজ গুলির ভার অর্পিত ছিল খান্দানে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এবং সাহাবা গণের উপর। নতুবা শৃঙ্খলা বজায় রাখা মুশকিল হইত। অবশেষে প্রায় এক লক্ষ লোকের সম্মিলিত দোয়ার সাথে হজরত ওম্মোল মোমেনীন (রাঃ) র কবরের পাশে সমাধিস্থ করা হইল হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর 'লখতেজিগর' 'কলেজার টুকরা'কে।

হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) ছিলেন হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর মোবাস্বের সন্তান গণের (যে সন্তান সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সুসংবাদ পাওয়া যায়) মধ্যে এক অমূল্য গওহর। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী মোতাবেক ২৭শে জিলকদ ১৩১২ হিঃ, ২৪শে মে-১৮৯৫ইং তারিখে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আনওয়ারুল ইসলাম, ১৮৯৪ইং সালে মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে ভবিষ্যদ্বানীটি গতসংখ্যা 'আহমদী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জন্ম গ্রহণের পর হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) লিখিয়াছেন :— "আমাকে খোদাতা'লা সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, তোমাকে এক পুত্র সন্তান দিব। ঐ ভবিষ্যদ্বানী আমি আমার গ্রন্থ আন-

হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) সম্বন্ধে

হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) সম্বন্ধে ২৮শে মে ১৯০৭ ইং তারিখে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর প্রতি এক ইলহাম হইয়াছিল যে, "আল্লাহতালা তাঁহাকে আশাতিরিক্ত ভাবে আমীর করিবেন।"

"বদর—জিঃ—৬নং ২২—৩০মে ১৯০৭ ইং। আলহাকাম জিঃ ১১, নং ১৯, তাঃ ৩১শে মে, ১৯০৭ইং। তাজকেরাহ—৭১৭ পৃঃ।"

ওয়ারুল ইসলামে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ঐ ইলহাম অনুযায়ী ২৭শে জিলক্বদ ১৩১২ হিঃ, ২৪শে মে-১৮৯৫ইং তারিখে আমার ঐ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম শরীফ আহমদ রাখা হইয়াছে। 'রুহানী খাজায়েন জিঃ ৯, পৃঃ-৩২৩'।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর জীবিত কালেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল মালের কোতলার নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের (রা) সাহেবজাদী মোহতরমা জয়নাব বেগমের সহিত। আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সন্তান দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত আছেন। পুত্রগণ :— সাহেবজাদা মির্জা মনসুর আহমদ সাহেব, সাহেব জাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেব বার, এট, ল। সাহেবজাদা কর্ণেল মির্জা দাউদ আহমদ সাহেব। কন্যাগণঃ সাহেবজাদী আমাতুল বারী সাহেবা জওযে নওয়াবজাদা আব্বাস আহমদ খান সাহেব। সাহেবজাদী আমাতুল অহীদ সাহেবা জওযে মির্জা খুরশীদ আহমদ সাহেব। তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যার পক্ষ হইতেই তিনি পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী দেখিয়াছেন। (নারায়ণগঞ্জ জামাতের সৌভাগ্য যে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সাহেব জাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেব এই জামাতের মেম্বর সঃ, আঃ.)

হজরত মির্জা শরীফ আহমদ (রাঃ) বাল্যকাল হইতেই খুব নেক, মোত্তাকী, উদার প্রকৃতি ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার কাদিয়ান স্থিত কারখানার আয় যখন প্রচুর পরিমানে হইতেছিল তখন তিনি দরিদ্রের খুবই সাহায্য করিতেন। বহু অভাব গ্রস্থের অভাব তিনি নিজে অনুভব করিয়া ও মোচন করিয়া দিতেন। তিনি খুবই উন্মুক্ত হৃদয় সম্পন্ন বোজর্গ ছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শারিরীক অসুস্থতা সত্ত্বেও মসজিদে মোবারকে বোখারী শরীফের দরস দিতেন। বহু বর্ষ ব্যাপিয়া তিন জামাতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন এবং আহমদীয়া টেরিটোরিয়েল ফোর্সের কম্যাণ্ড করিয়াছেন। সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার বিভিন্ন নেজারতের কাজ সুচারুরূপ সম্পন্ন করিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি নাজের ইসলাহ ও ইরশাদের [redacted] অভিষিক্ত ছিলেন এবং সুষ্ঠুরূপে নেজারতের এবং জলসা সালানার [redacted] সমাধা করিয়াছেন। জলসা সালানায় তিন 'জিকরে হাবীব' বিষয়ে [redacted] বক্তৃতা প্রদান করিতেন।

বহু দিন যাবৎ তিনি স্নায়ুবিক এবং বাত রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য শক্তি এত প্রবল ছিল যে, অসুস্থতা সত্ত্বে ও তাঁহার কার্য্যে কোন প্রকার ত্রুটি দেখা দেয় নাই। কোন কোন সময় রোগের এমন প্রচণ্ড আক্রমন হইত যে, সকলেই মনে করিতেন এই যাত্রা আর রক্ষা নাই। কিন্তু এই লম্বা সময়ের মধ্যে বহুবার হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর প্রতি তাঁহার সম্বন্ধে অবতীর্ণ ইলহাম - 'আম্মারাহুল্লাহু আলা খেলাফেত তাওয়াক্কু' 'আল্লাহ তাহাকে আশাতিরিক্ত আয়ুদান করিবেন' এর জিন্দা নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা পাক্ষিক 'আহমদী'র পক্ষ হইতে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ), হজরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা মনসুর আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেব এবং খান্দানে হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর সকলকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি এবং আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করিতেছি যেন তাহাকে জান্নাতে ফেরদৌসে স্থান দান করা হয় আমীন।

মহতি ধর্ম্ম সভা

তারুয়া আঞ্জুমন আহমদীয়ার ৩০ তম বার্ষিক জলসা

স্থান—তারুয়া আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণ

তাঃ—৬—৭ই মাঘ, ১৩৬৮ বাং ২০—২১শে জানুয়ারী ১৯৬২ ইং।

জলসার সময়—শনিবার ২টা হইতে রাত্রি ৮টা, রবিবার—সকাল ৯টা—১২টা এবং ২টা—সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।

মেহমানগণের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত আঞ্জুমনের পক্ষ হইতে হইবে

শীত বস্ত্র ও বিছানা সঙ্গে আনিতে হইবে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জের মধ্যবর্ত্তি তারুয়া ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে

নিবেদক— মৌঃ আহমদ আলী সাহেব,
প্রেসিডেন্ট তারুয়া, আঃ, আঃ।

জামাতে আহমদীয়ার ৭০ তম বার্ষিক জলসাতে ৮৫ হাজার জীবন উৎসর্গকৃত ভক্তের সম্মিলন

আবার আল্লাহতালা তাঁহার প্রতিজ্ঞা "দূর দূর হইতে মানুষ এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইবে" অতীব শান শওকতের সহিত পূর্ণ করিয়াছেন

অনবরত দোয়া ও জিকরে ইলাহীর আধিক্যে রাবওয়ার পবিত্র ভূমি সহস্র সহস্র মোমেনের সেজদাগাহে পরিণত হইয়াছে

রাবওয়াহ ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬১ ইং। আল্লাহতালার ফজলে এই বৎসর ও পূর্ব্বের ন্যায় ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক জলসা ভক্তগণের দোয়া ও জিকরে ইলাহীর সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। জলসায় মেহমানের সংখ্যা ছিল ৮৫০০০ পঁচাশি হাজার। মেহমানগণের মধ্যে পাক ভারত ছাড়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যেরূপ .—চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ, মারিশাস, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড ও আমেরিকার মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

জলসা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় পাঠ করুন আগামী সংখ্যা "আহমদী"তে। সঃ, আঃ।

মোহসেন স্মরণে

মোঃ আহসানউল্লাহ সিকদার

আজ থেকে ২৫ বছর আগের কথা। ১৯৩৬ ইংরেজীর ১১ই ডিসেম্বর বেলা অনুমান ১১টা। পায়চারী করছি মাননীয় মৌঃ সৈয়দ ইজাজ আহমদ সাহেবের সাথে কাদিয়ান রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে। আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ খেলা করছে দেহ ও মনের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায়। বেশীক্ষন অপেক্ষার প্রয়োজন হলোনা। ট্রেন থামা আমার মোহসেনের নাম শুনতেছি কয়েক বছর যাবৎ, কিন্তু দেখিনি চর্ম্ম চোখে কোনদিন তাকে। তাই উদগ্রীব হয়ে ছিলাম মোহসেনের ট্রেন থেকে অবতরনের অপেক্ষায়। হঠাৎ সৈয়দ সাহেব বল্লেন, এই তো দুলা ভাই, এই তো দুলা ভাই এসেছেন। সাক্ষাতের সাথে সাথেই সৈয়দ সাহেবকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব কে"? সৈয়দ সাহেব আমার দিকে অঙ্গুলি উঠাতেই ঝট করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন 'ভাল আছেন তো' ? উত্তরে জি-হা, ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলামনা। হা, এত টুকু অনুভব করলাম যে, আহমদীয়া জামাত সফলতা লাভ করেছে। তা'না হোলে ঢাকার বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাসেম খান সাহেব আমার মত লোককে বুকে ধারণ করবেন কেন ?

মরহুম খান বাহাদুর সাহেবের সংসর্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম মাত্র ১৮ দিন। তা'ও আবার প্রত্যহ সাক্ষাতের সুযোগ পেতামনা। এই ১৮ দিনের মধ্যে আমি তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি তা' যদি সারা জীবন ও বিলাতে থাকি, তবু শেষ হবেনা। সে এমন এক মৌচাক, যার মধু বুদ্ধি পায় বিতরনের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন আহমদীয়তের জিন্দা নমুনা। তিনি ছিলেন প্রতি ভাবান মনীষী, উচ্চস্তরের সাধক পুরুষ। তিনি ছিলেন সুদূরের পিয়াসী, অতিন্দ্রিয় জ্ঞান রাজ্যের অনন্য সাধারণ রহস্যবিদ। তিনি ছিলেন এমন এক আদর্শ-স্থানীয় পুরুষ, যার বৈশিষ্ট আমাদের জন্যে চিরকালের আদর্শ। তিনি ছিলেন অমিত স্বপ্ন, অদম্য প্রেরনা আর অনোমনীয় মনোবলের মূর্ত্ত প্রতীক। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন আমাদের নেতা, সুহৃদ ও চারণ। তাঁর প্রাণে জেগেছিল অসীমের আকুতি। অবলম্বন করেছিলেন তিনি পার্থিব জীবনের বিলাস-ব্যাসন ত্যাগ করে আত্মার অখণ্ড শান্তি ও কল্যানের পথ। একাজে তাঁকে দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও মান-ইজ্জত বেধে রাখতে পারেনি।

মরহুম খান বাহাদুর সাহেব উত্তম রূপে জানতেন যে, এক পক্ষে বীরতা ও অপর পক্ষে শ্রদ্ধা একতার মূল সূত্র। তিনি একথা ও পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, সহানুভূতি ও সমবেদনা ব্যতিত জাতীয়তা সম্ভবেনা। তার এ সমস্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায় তার কর্ম্ম জীবনের রেকর্ড থেকে। শুধু রেকর্ড বলি কেন ? যে সব আহমদী কর্ম্ম কর্ত্তাগণ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন এবং এক যোগে কাজ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর রঙ্গে রঙ্গিন হয়েছেন। তখন যাঁরা ছিলেন প্রৌঢ়, এখন হয়েছেন বুড়ো এবং তখনকার যুবক গণ পৌঁছেছেন প্রৌঢ়ের কোঠায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ লোক গুলোর কর্ম্ম স্পৃহাতে কোন পরিবর্ত্তন আসেনি যদি ও তাঁদের চুল-দাড়ীতে তা এসেছে। এই বুড়োদের কাজের দিকে খেয়াল করলে মনে হয় যে এরা বালক। কারণ বালক ক্লান্ত হয় না, আর ক্লান্ত হলে ও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনা শারিরীক দিক দিয়ে তারা ভাটিয়াল চলেছে ঠিক, কিন্তু তাদের অন্তরের তরী চলেছে উজান বেয়ে। মরহুম খান বাহাদুর কে জানতে চাইলে সর্ব্ব প্রথম জানতে হবে তাঁর সহকর্ম্মী-দেরকে যাঁরা এখন ও জীবিত রয়েছেন এবং জামাতের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাদের কাজ কর্মের দিকে দৃষ্টি পাত করলে যে কোন লোক মানতে বাধ্য হবেন যে, মরহুম খান বাহাদুর ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ সাহস, উৎসাহ এবং প্রেরণা দাতা।

তার ইমারত কালে প্রচারের এক সারা পড়েছিল দেশময়। তখন কার রেকর্ড দেখতে পাওয়া যায় তার নিজের টুর রিপোর্ট, জেনারেল সেক্রেটারীর টুর রিপোর্ট, আনসার উল্লাহ কলেজের ছাত্রদের টুর রিপোর্ট ইত্যাদী। তখন যে, কি প্রকারের কাজ হতো ঐ বিষয় জানা যাবে তখনকার 'আহমদী'র ফাইল পাঠ করলে তখনকার এক বৎসরের কার্য বিবরনী আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারীর ঘোষনা বলি এবং অন্যান্য রিপোর্টাদী, আমি গুণে দেখেছি 'আহমদী'র ৮০ পৃষ্টার ও বেশী। এখন আপনারা ভেবে দেখুন কাজের পরিমান মরহুম খান বাহাদুর সাহেব ছিলেন হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর গ্রন্থাবলীর বাংলা অনুবাদের অগ্রদূত। আমার স্মরণ আছে, এ সম্বন্ধে তার যে স্কীম ছিল ঐ স্কীম তিনি বর্ম্মায় আমার নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। একাজে তিনি যথেষ্ট সফল কাম ও হয়েছেন। আমার স্মরণ আছে। তিনি আমায় লিখেছিলেন 'হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ না হলে এদেশে আহমদীয়ত প্রচারের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। তা আর বাস্তবে পরিনত হবেনা।' আমার যতদূর স্মরণ হয়, তার সময়েই 'কিশতিয়ে নূহ, 'আল ওসিয়ত 'পয়গামে সুলেহ', 'চশমায়ে মসিহ' প্রভৃতি কেতাবের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। তিনি নিজে ও ছোট ছোট প্রচার পত্র লিখেছেন বলে মনে হয়। তিনি স্বয়ং কোন কেতাবের বাংলা অনুবাদ করেছেন বলে আমার মনে হয় না। তবে ইংরেজীতে যে কাজ করে গেছেন তাতে তিনি বর্ত্তমান দুনিয়ার স্থিতি কাল পর্য্যন্ত অমরই থেকে যাবেন। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর 'নজমুল হুদা' Lodestar. ও হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর 'ইখ তলাফাত কী সহীহ হালাত' Trouth About The Split এর অনুবাদ তিনি ইংরেজীতে করেছেন। এ কথা ও শুনা যায় যে, Nehru Report And Muslim Rights, ও ছিল তারই অনুবাদ। তার আহমদীয়া সাহিত্যের প্রথম দান ছিল My Visit To Qadian, তার ইংরেজী বই 'দিল্লির বক্তৃতা' আমি পড়েছি, কিন্তু নামটা এখন স্মরণ নেই। এ দেশে আহমদীয়তের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মওলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের 'কহলুল ইরফানের' বাংলা অনুবাদ তারই চেষ্টার ফলে আত্ম প্রকাশ করেছিল "জ্ঞানাঞ্জন" নামে। ১৯২১-২২ইং সালে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে ছুটি নিয়ে কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত ইংরেজী Revew Of Religions, সম্পাদনার কাজ করেছিলেন, ইংরেজীতে তিনি হজরত রসুল করীম (দঃ) এবং হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর জীবনী ও লিখেছিলেন।

সর্ব্বোপরি তার কৃতিত্ব রয়েগেছে কোরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদে। এ কাজে তিনি হজরত মৌঃ শের আলী (রাঃ) র সাথে এক যোগে কাজ করে বাংলার আহমদীয়া জামাতের গৌরবকে চিরকালের জন্যে আন্তর্জাতিক গৌরবে পরিনত করেছেন।

সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার কানুন মোতাবেক জামাতের আমীর এক মাত্র ধর্ম্মের দিক দিয়েই জামাতের মুরব্বী নন। বরং জাগতিক প্রত্যেকটি দিক দিয়ে ও জামাতের মুরব্বী! জামাত করবে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ইতায়াত। আর আমীর প্রদর্শন করবেন-বীরতা, সহানুভূতি, নম্রতা, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি পিতৃসুলভ গুনাবলী। অর্থাৎ জামাতের আমীর হবেন পিতৃতুল্য। মরহুম খান বাহাদুর সাহেবের ইমারত জীবনের যে সব ঘটনা শুনেছি, তাতে

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্থানীয় আমীর।

মরহুম খান বাহাদুর সাহেবের প্রভাব প্রতিপত্তি যে কতটুকু ছিল তার অনুমান মাত্র একটি বিষয় থেকেই করা যায়। তখন প্রাদেশিক আঞ্জুমনের সালানা জলসার সময় বাণী বিনিময় হতো প্রাদেশিক গভর্ণরের সাথে।

তখন আমার মনের গতি কিরূপ ছিল? তখনকার "আহমদী" পত্রিকায় এদেশের তবলীগী রিপোর্টগুলো পাঠ করলে প্রাণটা যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। মনে হতো কবে দেশে যাবো এবং এদের সাথে মিলে মিশে কাজ করবো। আমার একথাকে যেন কেউ অতিরঞ্জিত বলে মনে না করেন। বিষয়টি এমন আবেগময় যা আমি একবার হজরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর খেদমতে আরজ করতেও কোন প্রকার সংকোচ বোধ করিনি।

মরহুম খান বাহাদুর সাহেবের বাৎসল্য

মরহুম খান বাহাদুর সাহেব যে কি ভাবে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দখল করেছেন সে সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখেই আমি বিদায় নিচ্ছি।

আমার কাদিয়ানে পৌঁছার কয়েক দিন পরের ঘটনা। একদিন জনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব আমার হাতে ১০৲ দশটি টাকা দিয়ে বল্লেন এই নিন ভুলা ভাই (খান বাহাদুর সাহেব) পাঠিয়েছেন আপনার খরচের জন্যে। তখন আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে টাকা নেব কিনা। কারণ তখন আমার খরচের টাকা ছিল। কাদিয়ান পৌঁছার সাথে সাথেই আমার মনি অর্ডার এসেছিল রেঙ্গুন থেকে। পরে মনে হলো, বাংলার আমীর তিনি। আমি বাঙ্গালী। অর্থাভাবে পায়ে হেটে আসতে হয়েছে এখানে আমীর হিসাবে তাঁর আধিপত্য রয়েছে আমার উপর। টাকা বড় জিনিষ নয়। বরং এটা হলো তাঁর স্নেহের নিদর্শন। সুতরাং স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ আমি টাকা নিয়ে নিলাম।

চা'খোর বলে আমার মস্ত বড় বদনামী রয়েছে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে। অভ্যাসটা কিন্তু এখনকার নয়, বরং বাল্যকালের। একেতো ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ, আবার পাঞ্জাবের শীত। বার বার যেতে হয় পাঠান মৌলবী সাহেবের দোকানে চা' এর পেয়ালায় মুখ দিতে। তখন সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তি। পাগলের মত ছুটে গেলাম চা খাবার জন্যে। ওহ্। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। দোকানে বসে আছেন খান বাহাদুর সাহেব আর এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক (ঢাকার তদানিন্তন ইনকম ট্যাক্স অফিসার মিঃ গোলাম রহমান) সহ। নজর পড়ার সাথে সাথেই ফিরে চল্লাম। (কোন পরিচিত লোক চা দোকানে থাকলে আমি ঐ দোকানে ঢুকিনা) ফিরিবার সাথে সাথেই আওয়াজ আসলো কি সিকদার সাব। ফিরে চল্লেন নাকি? লজ্জা পেলেন নাকি? আসুন আসুন। অর্ডার দিলেন আরও চা-নাস্তার জন্যে। আমি তখন বাকশূন্য। কথা বলাতো দূরের কথা। মুখ তুলে চাইবার ও ক্ষমতা রইল না। লজ্জায় এমন হয়ে গেলাম যাকে বাংলায় বলে অধো মুখ। দু'তিনটে বিস্কুট আর চা খেয়ে সালাম করে চলে আসলাম। একদিন সকাল বেলা জনাব সৈয়দ ইজাজ আহমদ সাহেব এসে বল্লেন খান বাহাদুর সাহেব এক মিটিং এর বন্দোবস্ত করেছেন তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল হলে সভাপতিত্ব করবেন নাজের সাহেব দাওয়াতুত—তবলীগ জনাব মৌলবী আবদুল মুগনী সাহেব (মরহুম)

সভায় অমুক বক্তৃতা করবেন খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে অমুক করবেন'........ সম্বন্ধে। আর আপনার বক্তৃতার বিষয় হলো—পল্লব্রজে কিরূপে তবলীগ করতে হবে? আপনার জন্যে সময় রাখা হয়েছে ২০ মিনিট। মৌলবী সাহেবের কথায় পরাণটা কেঁপে উঠলো। কারণ বক্তৃতা দিবার মত না আছে বিদ্যা না আছে বুদ্ধি আর না আছে মনোবল। প্রথম অস্বীকার করলাম সত্য, কিন্তু তা হলো সর্ত্ত-সাপেক্ষ। অর্থাৎ আমি আমার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করে শুনাব।

নির্দিষ্ট সময়ে সভার কাজ আরম্ভ হলো। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী দু'জন বক্তা বক্তৃতা করলেন। কিন্তু আমি? আমার তো শংকায় ও সংকোচে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড পাঞ্জাবী শীতে ও শরীর গরম হয়ে উঠলো। আত্মা শুকিয়ে গেল ও শরীরে ঘাম দেখা দিল। যা হোক, ডাক পড়ার সাথে সাথে এগিয়ে গেলাম এবং কাগজের ভাঁজ খুলে পড়া আরম্ভ করলাম-"পল্লী ব্রজে তবলীগ করতে হলে সর্ব্ব প্রথম স্মরণ রাখতে হবে পল্লী বাংলার অল্প তেলে মচ-মচে ভাজা আর কৈ এর তেলে কৈ ভাজার কথা। অর্থাৎ সামান্য খরচায় অধিক তবলীগ করতে হবে এবং কোন পেশা সঙ্গে রাখতে হবে যার আয় দ্বারা কাজ চালানো যায় ইত্যাদি। তারপর কি কি কাজ এমন আছে যদ্বারা মোবাল্লেগদের রথ দেখা ও কলা বেচার ন্যায় উভয় কাজ চলতে পারে তার কতিপয় উদাহরণ ও ছিল আমার বক্তৃতার মধ্যে।

আমার বক্তৃতা শুনে খান বাহাদুর সাহেব খুবই খুশী হলেন এবং মোবারকবাদ দিলেন।

বলা বাহুল্য ঐ সভার পর যে অল্প কয় দিন আমি কাদিয়ানে ছিলাম তার প্রত্যেকটি দিন এমন ছিল যে তিনি আমাকে বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন যে আমি আপনার জন্যে দোয়া করবো। অবশেষে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ইং তারিখ বিকালে আমি আমার মোহসেনের নিকট থেকে শেষ বিদায় নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেলাম। ১৯৩৭ ইং সালের ১৮ই জানুয়ারী বেলা ১০টায় আমি রেঙ্গুন পৌঁছে ঐ দিনই ২টায় তবলীগ আরম্ভ করি। আল্লাহর ফজলে সর্ব্ব প্রথম যে ব্যক্তিকে তবলীগ করেছিলাম ঐ ব্যক্তি দীর্ঘ ১২ বৎসর পর আমার নিকট নারায়ণগঞ্জ আসেন এবং বলেন যে আমি বয়েৎ করব বয়েতের ফরম দিন। আমি বললাম বসুন কথা শুনুন আরও চিন্তা করে দেখুন। তিনি বললেন আপনি বয়েতের ফরম না খুললে আমি বসবও না। দীর্ঘ ১২ বৎসর চিন্তা করেছি এবং বহু কিছু দেখেছি আর দেখবার বা ভাববার কিছুই নেই। অগত্যা বয়েৎ ফরম খুলতেই হলো।

তখন উদ্যম সাহস শক্তি সর্ব্বোপরি কাদিয়ানে ৫ মাস অবস্থানের ফল এবং হজরত আকদাস (আইঃ)ও অন্যান্য বোজর্গানের দোয়া সব কিছুই আমার মধ্যে বিরাজমান। রেঙ্গুনে কিছু দিন কাজ করার পর চলে গেলাম আমার পুরাণো পুরাণো যায়গায়। আমার পৌঁছবার আগেই বিরুদ্ধবাদী ও হিতৈষীগণ উদগ্রীব ছিলেন আমার জন্যে। তবলীগের সাড়া পড়ে গেল চতুর্দ্দিকে। পত্র বিনিময় আরম্ভ হলো খান বাহাদুর সাহেবের সাথে। আনন্দে উৎফুল্ল হলেন তিনি আমার কাজে। সাহস দিতে লাগলেন তিনি পত্রের দ্বারা এবং বিভিন্ন প্রকার লিটারেচার দ্বারা। কথা প্রসঙ্গে এক পত্রে উল্লেখ করলাম যে আমি নতুন আহমদী। পুরাণো আহমদী পত্রিকা পেলে অনেক কিছু জানবার সুযোগ পেতাম। কিছু দিন পর মস্ত বড় এক পার্শেল গেল আমার নামে। পার্শেল খুলে এত খুশী হলাম যে ছোট বেলা মণ্ডা মিঠাইতে ও তত খুশী হতাম না। তাতে ছিল আহমদী প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ঐ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক কপি। আর তার ও পূর্ব্ববর্ত্তি "আলবুশরা" এবং "আলহেদায়েৎ" এর সমস্ত কপি। সত্যি বলতে কি তিনি আমায় উৎসাহ দিয়ে লিখতেন যে, কাজ করুন লিটারেচারের অভাব আপনার হবে না। আমার মনে হয় আমার চেয়ে বেশী ফ্রি লিটারেচার এদেশের কোন জামাত ও বোধ হয় পায়নি। রেঙ্গুণ থেকেও আমি বহু লিটারেচার পেতাম। তখনকার বই পুস্তক ও বিজ্ঞাপনাদীর কথা স্মরণ হলে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

১৫ই ও ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬২ইং : ১লা ১৫ই মাঘ ১৩৬৮ বাং।

তিন "ম" এর নেশা

দুনিয়াতে নেশা অনেক রকম। কোন কোন নেশা সামান্য ক্ষতি করে, আবার কোনটা অধিক। কোন কোন নেশা ক্ষতিকারক বটে কিন্তু ধর্ম্মে নিষিদ্ধ নয়। আবার কোনটা ক্ষতিও করে, ধর্ম্মও নিষিদ্ধ। এখানে যে আমরা তিন "ম" এর নেশা, সম্বন্ধে আলোচনা করছি এগুলো এমন নেশা, যা শারিরীক, আর্থিক মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি প্রত্যেকটি দিক দিয়ে ক্ষতিকারক। আবার ধর্ম্মের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ।

আমরা তিন "ম" বলছি কেন ? যদি এই তিন "ম" এর এক 'ম" ও কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জাতিকে পেয়ে বসে তবে ঐ ব্যক্তি বা জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। আর যদি কোন ব্যক্তি বা জাতিকে এক সঙ্গে তিন "ম" আক্রমণ করে, তবে তো আর কথাই নেই।

যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ প্রথম বা দ্বিতীয় "ম" দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে সমাজের ভয়ে সেটা গোপনে রাখে এবং প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করে। আর যদি সারা জাতি বা জাতির বহু সংখ্যক লোক এই নেশায় আক্রান্ত হয়, তবে তারা এতে গর্ভানুভব করে বাহাদুরী করে। সভ্য, আধুনিক ও কালচার্ড বলে দাবী করে। তাদের এসব দাবী যে মৌখিক তা নয়! বরং এসব দাবী ও 'ম' এর নেশায় কৃত কীর্ত্তি কলাপগুলো স্থান লাভ করে সাহিত্যে কবিতায়। বাজারে তখন এসব সাহিত্য ও কবিতার মানমর্য্যাদা ও কাটতি বেড়ে যায়। কিন্তু আসল কথা হলো এই যে, তাদের এই সভ্যতার দাবী ফারসী প্রবাদ "মানতু'রা হাজী বগুইয়ম-তুমরা মোল্লা বগু"র ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। অর্থাৎ দুজন দোস্ত গিয়েছিলেন বিদেশ সফরে। বিদেশ যাবার পর একজন অপর একজনকে বললেন বন্ধু! এখানে তো আমরা অপরিচিত। চলুন আমরা নিজেরাই আমাদের "লকব" (উপাধী) ঠিক করে নেই যাতে বিদেশীদের মধ্যে আমাদের ইজ্জৎ বাড়ে। আপনাকে আজ থেকে আমি হাজী সাব বলে সম্বোধন করবো আর আপনি আমাকে সম্বোধন করবেন মৌলভী সাব বলে।

ঐ নকল 'হাজী' আর 'মৌলভী'র উপাধী যেরূপ ক্ষণস্থায়ী। তদ্রুপ ক্ষণস্থায়ী "ম" এর বদৌলত প্রাপ্ত বা আনীত সভ্য, "আধুনিক কালচার্ড" প্রভৃতি চাকচিক্যময় বিশেষণ কারণ, জাতির মানগুলোও নির্ণীত হয় পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ দ্বারা। যে জাতি যেরূপ কাজ করবে ঐ জাতির খেতাব তাদেরই কাজের অনুপাতে দেবেন পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ। পাঠকগণ। বোধ হয় অস্বস্থি বোধ করছেন, তাই "ম" এর পরিচয় দিয়ে আমরা প্রমাণ করো যে, যে জাতি "ম" এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করতো। সভ্য জাতি বলে গর্ব অনুভব করতো। "ম" এর কার্য্যকালপে পরিপূর্ণ যাদের সাহিত্য বা কবিতা সমাজে আদরণীয় ও গ্রহণীয় ছিল, আজকের ইতিহাসে ঐ জাতিকে বর্ব্বর জাতি ও তাদের কার্য্যকলাপকে বর্ব্বরতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

"ম" এর পরিচয়

প্রথম "ম"—মেয়ে মানুষ। দ্বিতীয় "ম" মদ। আর তৃতীয় 'ম" হলো মোকদ্দমা। এগুলো যে ব্যক্তি বিশেষ বা জাতির মধ্যে প্রবেশ করে ঐ ব্যক্তি বা জাতি যে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় সে সম্বন্ধে সমস্ত সুধী সমাজ একমত। এখানে আমরা তৃতীয়টি বারান্তরের জন্য রেখে দিয়ে প্রথম দু'টো সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

এ বিষয়ে প্রত্যেক ঐতিহাসিক একমত যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন একটি বর্ব্বর জাতির মধ্যে। এক কথায় বলতে গেলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) একটি অসভ্য জাতিকে প্রথমে মানব, তারপর অতি মানব তারপর মহামানবে পরিণত করেছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো এই যে, তখনকার আরবগণ কি নিজেদেরকে অসভ্য, বর্ব্বর ইত্যাদি বলে মনে করতো না, কখনও না। বরং তারা মেয়ে মানুষ ও মদের নেশায় মত্ত থাকাকে সভ্যতা বলে মনে করতো। বাহাদুরীর সাথে প্রচার করে বেড়াতো কে কতদূর অগ্রসর হয়েছে এসব অমানুসিক কার্য্যকলাপে যে সব কবিতা ও সাহিত্যের মধ্যে অধিক পরিমাণে নগ্নতা ও অশ্লীলতা স্থান লাভ করতো, সেগুলোর মান মর্য্যাদা ছিল অধিক পরিমাণে। পাঠকগণের অবগতির জন্যে এখানে দু'চারটা নজীর দেওয়া গেল, যদ্বারা অনায়াসে অনুমান করা যাবে তৎকালীন আরব জাতির সভ্যতার স্বরূপ।

১। আরবের বিক্ষাত কবি লাবিদ বিন রাবিয়া তার প্রেয়সীকে সম্বোধন করে লিখেছেন :—"হে আমার প্রিয়ে! তুমি জাননা যে কত মনোরম রজনী আমি শরাব পানের মজলিশে এবং..... দের সঙ্গে অতিবাহিত করেছি। কতবার আমি শরাব খানায় খুমার (নেশার শেষ অবস্থা) এর পতাকা উত্তোলন করেছি। আমি এত অধিকবার শরাব পান করেছি যার তুলনা নেই। আমি প্রত্যেক পুরাণো মটকার পুরাণো সরাব, এবং সবে মাত্র প্যাক খোলা সরাবের মূল্য বৃদ্ধির কারণ হয়েছি। আমি উষাকালীন পরিস্কারও অমিশ্রিত সরাব ও যুবতী মেয়ের আঙ্গুলে বাজানো সারেঙ্গীর তারের মা'তা'র সুমধুর স্বর বারবার উপভোগ করেছি।

২) ওমরু বিন আস-সাঈদ আল বাকারী লিখেছেন :—তিনটি জিনিষে যদি তাদের পূর্ণতম জাতীয় স্বাদ না থাকতো. তবে আমি মৃত্যুকে মোটেই পরওয়া করতাম না! তাদের একটি হলো, ঐ লাল সরাব পানে বিজয়ী হওয়া, যা জোশ দেওয়া হয় ও ফেনা উঠে। দ্বিতীয়টি, দ্রুতশীল ঘোড়ার লাগাম কোন ভাত অত্যাচারিতের দিকে ফিরানো আর তৃতীরটী হলো খাম বিশিষ্ট তাবুর মধ্যে সুন্দরী চিত্তমুগ্ধকারিণী, সুস্থদেহী প্রেয়সীর সাথে মনোরম মেঘাচ্ছন্ন দিন করা! এখানে দিন ছোট করা অর্থ বহুকালকে অল্পকাল মনে করা।

মোসলেহ মাওউদ দিবস

এতদ্বারা পূর্ব্ব পাকিস্তানের সমস্ত জামাতকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রত্যেক জামাতে মোসলেহ মাওউদ দিবস পালন করিতে হইবে। সঃ, আ।

সম্পাদকীয়

৩) সুপ্রসিদ্ধ কবি আমরী আল কায়েস লিখেছেন :—"এমন ও বহু সুন্দরী তরুণী রয়েছে, যাদের তাবুতে প্রবেশ করবার মানুষ সাহস করে না। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে তাদের সাথে..... হয়েছি তাদের তাবুতে আমি ঐ সময় ঢুকেছি, যখন তারা নৈশ পোষাকে ছিল। .. ... (পরবর্ত্তি ছত্রগুলো আমাদের কলমে লিখা যাবেনা)।

৪) লাবিদ বিন রাবিয়া অন্যত্র লিখেছেন :—"আমি মোরগের গাত্রোত্থানের ও পূর্ব্বে সেহরীর সময় মদ্যপান করেছি। এটা এজন্যে করিনি যে মানুষ আমাকে মদ্যপায়ী বলে বিদ্রুপ করবে! বরং এজন্যে করেছি যে, প্রাতঃকালীন মদ্যপানের সময় গর্ব্ব করে বলতে পারি, এটা আমার প্রাতঃকালীন মদ্যপান নয়! বরং দ্বিতীয়বার।

বিজ্ঞপ্তি

"আহমদী"র কোন সংখ্যা যদি কেহ না পাইয়া থাকেন, তবে সন তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিবেন। সঃ, আঃ।

তৎকালীন আরবগণ সুন্দরী যুবতীদের উপমা দিত নীল হরিনী বা নীর রং এর গাভীর সাথে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

৫) বিশিষ্ট নামজাদা কবি আখতাল লিখেছেন :— "যদি কেউ কোন দিন আমাদের ..... যায়, তবে বহু সংখ্যক হরিনী দেখতে পাবে। অর্থাৎ সেখানে বহু সুন্দরী তরুনীর সমাবেশ দেখতে পাবে আমাদের ..... তে'।

বর্ত্তমান জমানার মানুষ তৎকালীন আরবদের কে. যা ইচ্ছা তাই বলুক। তারা নিজেরা কিন্তু সুসভ্য, আধুনিক আর কালচার্ড বলেই বিবেচনা করতো। তাদের অশ্লীলতা পূর্ণ গ্রন্থাবলী ও সমাজে আদরনীয় ছিল। তার বড় প্রমাণ হলো এই যে, উপরে যে সব কবিতার অনুবাদ দেওয়া গেল ঐ কবিতা গুলোকে উচ্চাঙ্গের কবিতা বলে খোদার ঘরে, অর্থাৎ কা'বা শরীফে লটকিয়ে রাখা হয়েছিল।

তারপর তথা কথিত সুসভ্য আরবগণ যে মাত্র দু' এক জন সুন্দরী যুবতীতেই সন্তুষ্ট থাকতো তা' নয়। বরং বহু সংখ্যক ..... তে তারা মত্ত থাকতো।

তাদের মদ্যপান সম্বন্ধে এত টুকু বললেই যথেষ্ট যে, অন্যান্য সময় ছাড়া ও দৈনিক পাঁচটি নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল তাদের মদ্যপানের জন্যে যথা :— (১) সূর্যোদয়ের আগে যে মদ্যপান করা হতো, তাকে বলা হতো "আশাবির"। (২) সূর্যোদয়ের পরের মদ্যপান কে বলতো তারা "ছাবুহ"। (৩) দুপুর কালীন মদ্যপান কে বলতো তারা "কাঈল"। (৪) সূর্যাস্তের পরবর্ত্তী মদ্যপানের নাম ছিল "গাবুক"। (৫) আর প্রথম রাত্রের মদ্যপানের নাম ছিল "ফাঈমার"। প্রথমোক্ত চারটি হলো সরাবের নাম। আর পঞ্চমটি রাতের অংশ বিশেষের নাম।

এহেন জাতি, যারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি বলে গর্ব্ব করতো। এহেন কাব্য রচিয়তা, উচ্চাঙ্গের কবিতা বলে যাদের কবিতা কা'বা গৃহে স্থান লাভ করেছিল। আজ দুনিয়া তাদেরকে স্মরণ করছে বর্বর বলে, অসভ্য বলে। এটাকি তাদের কৃত কর্ম্মের ফল? না কি নিয়তীর বিধান, সে বিচার করবেন সুধী সমাজ।

আবার ইতিহাস একথা ও স্বীকার করেছে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ঐ বর্বর আরবগণই সভ্য জাতিতে পরিনত হয়েছিল। তারাই অতি মানব ও মহামানবে রূপান্তরিত হয়েছিল। তা কিরূপে সম্ভব হয়েছিল? তা হয়েছিল সভ্যতা,সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার কল্পিত বাহণ 'ম' এর নেশার পরিবর্ত্তে আসল বাহনকে অবলম্বন করে। তারা যখন পাঁচ বার মদ্যপানের পরিবর্ত্তে পাঞ্জেগানা নামাজে প্রবৃত্ত হলেন। সুন্দরী যুবতী নারীর ইশকের পরিবর্ত্তে আল্লাহতা'লার ইশকে মাতোয়ারা হলেন। অবৈধ যৌন সম্ভোগের পুলকের পরিবর্ত্তে পুলক অনুভব করতে লাগলেন জিক.র ইলাহীর মধ্যে। তখন তারা রূপান্তরিত হয়ে গেলেন সুসভ্য জাতি বলে।

সুতরাং, সুধী সমাজকে এক বাক্যে স্বীকার করতে হবে যে. সভ্যতার আসল বাহন হলো-ইশকে এলাহী, ইশকে রসুল (দঃ), ইশকে কোরআন অর্থাৎ ইসলামে আত্মসমর্পন করা। যদি কেউ এর খেলাফ চলে, তবে সে ব্যক্তি বিশেষ হোক, আর জাতি বিশেষ হোক, ধ্বংশ অনিবার্য। হাঁ, ঐ ব্যক্তি বা জাতি নিজেদের কাজের প্রশংসা যে করবে তাতে সন্দেহ নেই। পাগল কখনো বলেনা যে, আমি পাগল। লম্পট, দাগাবাজ, চোর, ডাকাত, এমন কি দুনিয়ার নিকৃষ্টতম ব্যক্তি ও একথা বলবেনা যে, আমি

জাতি ব্যক্তি সমষ্টিরই নাম। ব্যক্তিগত সংস্কৃতিই জাতীয় সংস্কৃতি।

খারাপ। কিন্তু দুনিয়ার সুধী সমাজ ও ঐতিহাসিকের চোখে কেউ ধুলা দিতে পারেনা। উপরে আমরা একই জাতির দু'টি দিক সম্বন্ধে আলোচন করে দেখতে পেলাম যে, যত দিন আরব জাতি 'ম' এর নেশায় মত্ত ছিলেন তত দিন ছিলেন তারা অসভ্য। আর যে মাত্র About Turn. বা সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ালেন, তখন হয়ে গেলেন সুসভ্য। এমন কি দুনিয়ার ওস্তাদ।

এখন পাকিস্তানী হিসাবে। মুসলমান হিসাবে আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা পৌছেছি কোথায়। আমাদের মধ্যে কি ইসলামী ঐতিহ্য বিরাজমান. নাকি গলিত মোমের ন্যায় পাশ্চাত্যের ভাবধারার ছাচে ঢুকে গিয়ে নকল পাশ্চাত্য জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছি যদি ইসলামী ঐতিহ্য আমাদের শিরা উপশিরায় বিদ্যমান থাকে, তবে আলহামদু লিল্লাহ আমরা খাটি পাকিস্তানী, খাটি মুসলমান। আমাদের গুণ গরিমা গৌরব-ময় হবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা। আর যদি আমরা সভ্যতা, আধুনিকতা ও সংস্কৃতির নাম দিয়ে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করি। হোটেল, বার, নাইট ক্লাব, নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন নৃত্যের আসর জমাত আরম্ভ করি। তবে আমাদের দ্বারা কলঙ্কিত হবে পাকিস্তানের ইতিহাস।

এমন দেশের অনুসরণ কি মুসলমান করতে পারে, যে দেশের ছাত্রী-দের শত করা অশি জনের হ্যাণ্ড ব্যাগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম থাকে? (এ; পি, পি, র খবর)।

স্মরণ রাখা দরকার যে, যৌন নিয়ন্ত্রনের যন্ত্রাদী ঘরে থাকা আর হ্যাণ্ড ব্যাগে থাকার অর্থ এক নয়। হ্যাণ্ড ব্যাগে এসব সরঞ্জাম রাখার অর্থ হলো যে কোন স্থানে যে কোন সময় যৌন সম্ভোগের জন্যে প্রস্তুত থাকা। এমন জাতির অনুসরন কি মুসলমান করতে পারে যারা বলে যে, শাদী বিয়ের দরকার নেই। যে কোন পুরুষ বা নারী যে কোন নারী বা পুরুষের সাথে যে কোন সময় যৌন সংযোগ করতে পারে। এতে দোষের কিছুই নেই। Womans Coming of agl P. 11.9. By Gilman.

মিঃ W L George এর মত শাদী বিয়ে বন্ধ করা হোক এর বদলে স্বাধীন দোস্তীর রেওয়াজ করা হোক।.....। "Atiantic monthly, December 1913

পাশ্চাত্যের অনুসরণ মানে তাদের প্রত্যেকটী কাজের যে অনুসরণ করতে হবে না তা নয়। তাদের মধ্যে যে সব গুণাবলী রয়েছে ওগুলো আমরা লুফিয়ে নেব।

সুতরাং প্রত্যেক ভাই বোনকে স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা মুসলমান। আমরা পাকিস্তানী। ইসলামের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শান, শওকত অর্থাৎ সব কিছু রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যদি আমরা ভুল করতে থাকি, তবে ঐ ভুলের সংশোধন করা ও আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের কাজ কর্ম্মের উপরই লিখিত হবে পাকিস্তানের ইতিহাস।

মোহসেন স্মরণে

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আমার নিকট তবলীগী লিটারেচার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে ১৯৪২ ইং মার্চ্চ মাসে বৃটিশ সরকার এর Retreatment এর পর যখন আমার মাল আসবাব সহ কোম্পানীর মাল সীজড হয়েছিল তখন নাকী থাকীন পার্টির সদস্যগণ জিজ্ঞেস করেছিল যে এ লোকটা কি সিঙ্গার মেসিন কোম্পানীর কর্ম্মচারী ? নাকি মিশনারী।

তারপর খান বাহাদুর সাহেব আমাকে আমার তবলীগী রিপোর্ট আহমদী পত্রিকায় পাঠাবার জন্যে উৎসাহিত করতে থাকেন। আমার কিন্তু তখন পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠাবার ন্যায় সাহস ছিল না। যা হোক এক মাত্র তাঁর মনস্তুষ্টির জন্যে আহমদীতে রিপোর্ট দিতে লাগলাম। তারপর যখন দেখলেন যে আমার হাতের জড়তা দূর হয়েছে তখন তিনি আবার উৎসাহ দিতে লাগলেন আহমদীতে প্রবন্ধ লিখবার জন্যে। অবশেষে তিনি জয়ী হলেন। আমার প্রবন্ধ আহমদীতে স্থান লাভ করলো ১৯৩৮ ইং কয়েক সংখ্যায়। মা বাপ যেরূপ ছোট ছেলেকে দাঁড়াতে ও হাটতে শেখান তদ্রূপ আমার মোহসেন আমার হাতে খড়ি দিয়ে আমাকে শেখালেন লিখতে।

হজরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এক খোৎবায় বলিছিলেন :—আল্লাহতালা মানুষের ভেতরে দিয়েছেন মস্ত বড় প্রতিভ মানুষের ঐ প্রতিভা চাপা পড়ে থাকে খোলসাবদ্ধ বৈদ্যুতিক তারের ন্যায়। যাকে ইংরেজীতে বলে Non conductor মানুষের ঐ প্রতিভা যদি বাইরের আলো প্রাপ্তির সুযোগ না পায় তবে Non conductorই থেকে যায়। বৈদ্যুতিক তারে যেরূপ সহস্র সহস্র অশ্ব শক্তি থাকা সত্ত্বেও গেলাপে আবদ্ধ বলে তা চাপা থাকে তদ্রূপ মানবিক প্রতিভা ও গেলাপ মুক্ত হতে না পারলে বিকাশ লাভ করতে পারে না। হজরত আকদাসের (আইঃ) এই কথার প্রমাণ পেয়েছি আমি জনাব খান বাহাদুর সাহেবের কাজ থেকে। তিনি চাপা পড়া মানবীয় প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করেছেন। বাইরের আলো দ্বারা গেলাপে আবদ্ধ প্রতিভাকে আলোকিত করেছেন। যার জিন্দা প্রমাণ স্বয়ং এই অধম লিখক। কারণ তিনি সাহসও প্রেরণা না দিলে "আহমদী"র সম্পাদক হওয়াতো দূরের কথা, কলম চালাবার ও সাহস হতোনা এ অধমের বাগানের উন্নতি অবোন্নতি যেরূপ নির্ভর করে বাগবানের কর্ম্মদক্ষতাও প্রচেষ্টার উপর তদ্রূপ আমাদের জামাতের উন্নতি অবোনতি ও নির্ভর করে বিজ্ঞ ও কর্ম্মদক্ষ কর্ত্তার প্রচেষ্টার উপর।

জনাব খান বাহাদুর সাহেব যে আমাকে কতটুকু স্নেহ করতেন তার আভাষ দিচ্ছি।

বর্ম্মায় কার্যারত মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব একবার লিখেছিলেন :—আমি কাদিয়ান গেলে জনাব খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান সাহেব আমার সাথে সাক্ষাৎ কালে তিনি আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন এবং তাঁর ঘরে আমার খাবার দাওত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় খাবার সময়ও তিনি বহুবার আপনার কথা বলেন এতে প্রমাণ হয় যে তিনি আপনাকে অতিশয় স্নেহ করেন.....। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা "আহমদী"র প্রাক্তন সম্পাদক জনাব চৌধুরী আবদুল মতীন সাহেব বছর দুই আগে এক পত্রে লিখেছিলেন :—জনাব খান বাহাদুর সাহেব প্রায়ই আপনার কথা বলতেন ও আপনার.....। জনাব চৌধুরী আহসান উল্লাহ সাহেব বলেছেন জনাব খান বাহাদুর সাহেব আপনার কথা বলতেন ও.....।

দেখতে দেখতে ৫টি বছর কেটে গেল আমাদের আরামের সাথে। তারপর ? তারপর আর কি। জাপানের যুদ্ধ শুরু হলো, আর আমি আবদ্ধ হয়ে গেলাম বর্ম্মায়।

যুদ্ধের পর ১৯৪৫—১৯৪৬ ইং সালে এক দিকে আমার পারিবারিক বিপর্য্যয়।

আর অন্য দিকে জনাব খান বাহাদুর সাহেবের স্বাস্থ্য হানীর দরুণ আমাদের খবরাখবরে ভাটা পড়ে গেল। কিন্তু আমি আমার মোহসেনকে ভুলিনি মোটেই। আমার বিশ্বাস এমন একটি দিন ও বোধ হয় এই সুদীর্ঘ ২৫ বছরের মধ্যে এমন যায় নি, যেদিন আমি তাঁকে স্মরণ করিনি ১৯৩৬ ইং ২৯শে ডিসেম্বরের রেতিচ্ছালার (কাদিয়ানের একটা মাঠের নাম (শেষ দেখা সেই শ্মশ্রু মণ্ডিত নূরানী হাসি মাখা চেহারা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। আর তাঁর শেষ মুখ নিসৃত সুমধুর বাণী আপনার জন্যে দোয়া করতে থাকবো আজ ও যেন আমার কর্ণমুগলে বাজছে। বড়ই অকৃতজ্ঞ হব আমি যদি তাঁকে স্মরণ না করিও তাঁর জন্যে দোয়া না করি। কারণ একমাত্র তাঁরই অছিলায় আল্লাহতালা আমাকে অলঙ্ঘনীয় বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আজ আহমদী সম্পাদনার ৪ বছর পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন। ১৯৪৬ ইং সালের ২৮শে জুন শুক্রবার আমার জীবনের একটি মর্ম্মন্তুদ দিন। ঐ দিনই জুমার পর সুবেদার হামিদ আহমদ সাহেব খবর দিয়েছিলেন যে, খান বাহাদুর সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। হে সর্ব্ব শক্তিমান খোদা। তুমি তোমার যাবতীয় আশীষ দ্বারা আমার মোহসেনকে মালামাল কর। তাঁর পরিবারবর্গ ও সহকর্ম্মী-দের জন্যে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় আশীষ রিজার্ভ করে দাও। আমীন—আল্লাহুম্মা আমীন।

নোট :—মরহুম খান বাহাদুর সাহেবের জীবনের অন্যান্য দিক পাঠ করুন তাঁর সুযোগ্যা কন্যাদ্বয় বেগম মোসলেমা ছালাম ও বেগম মাসুদা ছামাদ লিখিত আমার আব্বাজান শীর্ষক প্রবন্ধে। সঃ, আঃ।

দুই জন ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তির আহমদীয়ত গ্রহণ

জনাব সেক্রেটারী সাহেব, দক্ষিণ খুলনা আঃ, আঃ,
পোঃ — ভেটখালী, খুলনা।

দক্ষিণ খুলনার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সুন্দরবণ হাই স্কুলের সেক্রেটারী জনাব মৌঃ সামসুর রহমান সাহেব এবং হরিনগরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মৌঃ রোস্তম আলী গাজী সাহেব খুবই ধর্ম্ম-প্রান, সত্যানুসন্ধিৎসু এবং উৎসাহী ব্যক্তি। তাঁহারা আহমদীয়া জামাতের বই পুস্তক এবং পাক্ষিক "আহমদী" স্বাধীন ও মুক্ত বিবেকে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে ইসলাম ও মুসলমান গনের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবণের উন্নতি মূলক প্রচেষ্টা বই অবোন্নতির লেশ মাত্র নাই।

অপর দিকে আলেম সাহেবানরা আহমদীগণের নাম শুনিলেই 'ইসলাম বিরোধী, কাফের, মোলহেদ' ইত্যাদি বলিয়া গালি দেন। উভয় দিকের এবম্বিদ হেচকা টানে যখন তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তখন তাহারা প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র স্থল রাবওয়াহ যাইবার মনস্থ করিলেন।

তাঁহারা তাহাদের এই পবিত্র আশা পূরনার্থে ভেটখালীর আহমদী জনাব সুফী সকীমউদ্দীন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ঢাকার রাস্তায় বাই এয়ার ডলিয়া গেলেন রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত বাষিক জলসায় যোগদান করিতে। তথায় যে তাহারা কি দেখিয়াছেন ঐ বিষয় ঠিক মানাইবে তাহাদের কলমে। তবে তাহাদের নিকট শুনা কথা হইল; সেখানে দেখিয়াছেন তাহারা ইসলামকে বিশ্ববিজয়ী করিবার সাজ-সরঞ্জাম। ইসলামী আদর্শ সার্ব্ব-জনীন কর্ত্তব্যের সাড়া। সর্ব্বোপরি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে আগত নওমুসলিম গণের ইসলামী ভ্রাতৃ সুলভ আলিঙ্গন। এই সমস্ত দেখিয়া তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান জড়বাদতার জমানায় খোদাতা'লার অস্তিত্ব, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর রেসালত ও কোরআন করীমের অনুশাসন দুনিয়া বাসীর নিকট পৌঁছানো এবং তাহাদের অন্তরে প্রতিষ্টিত করার গুরু দায়ীত্ব এই জামাত ভিন্ন অন্য কোন জামাতই লইতে পারেনা। এবং এই জামাতই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বর্ণিত ইমাম মাহদীর জামাত। সুতরাং জনাব মৌঃ সামসুর রহমান সাহেব ও জনাব মৌঃ রোস্তম আলী গাজী সাহেব হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর হস্তে বয়েত গ্রহণ করতঃ আহমদীয়া জামাতে দাখেল হইয়াছেন।

আলহামদু লিল্লাহ্।

আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক আহমদী ভাই-বোন জনাব মৌঃ সামসুর রহমান ও জনাব মৌঃ রোস্তম আলী গাজী সাহেবানের ঈমানের মজবুতীর জন্য দোয়া করিবেন।

আমার আব্বাজান

মিসেস মোসলেমা সালাম, ঢাকা ।

"আরম্ভ করিনু আমি নামেতে আল্লাহ্‌র
যিনি দাতা, দয়াময়, অসীম অপার" ।

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ । আস্‌ সালামো আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ।

আজ আমি যে উদ্দেশ্যে লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ঐ সম্পর্কে প্রথমে দুটি কথা আপনাদিগকে জানাইতে বাধ্য হইলাম । কারণ, আমার (এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ খানা যে) ১৩/১৪ বৎসর পূর্ব্বেই আপনাদের খেদমতে হাজির করা উচিত ছিল তাহা হয়ত সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন তাই কবির ভাষায় বলি —

"ও মন জাগলি নারে
যখন মনের মানুষ এল দ্বারে
ও তার যাওয়ার শব্দ শুনে
ভাঙ্গলোরে ঘুম অন্ধকারে । "

কেন যে সময়মত লেখিনাই সত্যই আমি সেজন্য বড়ই দুঃখীত ও লজ্জিত, আল্লাহ আমাকে মাফ্‌ করুন । একদিন বিছানায় শুইয়া আছি এমন সময় হঠাৎ আমার চক্ষুর সম্মুখে আমার বেহেস্তবাসী পিতার চেহারা মোবারক ভাসিয়া উঠিল । আমি চমকাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সমস্ত পুরানো চিঠিগুলি বাহির করিয়া পাড়তে লাগিলাম । যতই পড়ি ততই যেন পড়িতে ইচ্ছা করে । মনে মনে ভাবিলাম কেবল আমার বাক্সেই ইহা আজীবন বন্ধ করিয়া রাখিলে কি হইবে ? ইহা দ্বারা যদি আমার অন্যান্য ভাই বোনেরা কিছু উপকার পায়, তবেইত এ গুলো রাখা সার্থক ।

তাই আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা আমার ভাষা বা লেখার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমার আসল উদ্দেশ্য কি তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিবেন । তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব । আমীন ।

১৯৪৬ সন ২৭শে মে তারিখে হঠাৎ খান সাহেব জনাব মোবরক আলী সাহেবের নিকট একখানি টেলিগ্রাম আসিল; টেলিগ্রামের নকল—

Qadian.

Khan Shahib Mobarak Ali,
Bogra.

Thanks to God. We belong to Him. God Help Bengal. Fare-well. Hashem.

টেলিগ্রাম পাইয়া খান সাহেব ছুটিলেন বন্ধুকে শেষ বারের মত দেখিবার জন্য কাদিয়ানাভিমুখে ।

তারপর মাত্র ২০ দিন পর অর্থাৎ ১৭ই জুন খবরের কাগজে সংবাদ আসিল, বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অবসরপ্রাপ্ত ডিভিসনাল স্কুল ইনসপেক্টার ও (বঙ্গীয় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রাক্তন প্রাদেশিক আমীর আলহাজ্জ খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী রাত্রি ৮ঘঃ ২০ মিনি তাহার কাদিয়ানস্থ ভবনে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) । মরহুম মৃত্যুর ২/৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রায়ই অসুস্থ থাকিতেন. কিন্তু সে দিকে তাঁহার মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না ।

মরহুমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

মরহুম খান বাহাদুর সাহেব রাজসাহী জেলার নাটোরের বিশিষ্ট খান ধুরী বংশের সন্তান । নাটোর হাই স্কুল হইতে এনট্রেন্স পাশ করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তী হন, এবং ইংরাজি ১৯০০ সালে ইংরাজীতে এম, এ, পাশ করেন । পরে বি, টি, পাশ করিয়া ১৯০২ সালে শিক্ষক হিসাবে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন । পরে দ্রুত প্রমোশন পাইয়া বিভাগীয় স্কুল ইনসপেক্টারের পদ লাভ করেন । কিছুকাল তিনি এডিসনাল ডি, পি, আইয়ের কাজ করেন । ১৯৩৭ সনে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর আহমদীয়া আন্দোলনে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন ।

খোদার প্রতি ভালবাসা ।

মরহুম তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা প্রিয় প্রভুর নিকট পৌঁছিবার জন্য এত বেশী উৎবিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে প্রায় সময়ই তাঁহাকে এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত —

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে
কি দেখাও ভয়
ও ভয়ে কম্পিত নয়,
আমার হৃদয়........."
ইত্যাদি

একদিন তিনি (সন ১৯৪৪) হাসিতে হাসিতে বাহির বাটী হইতে ভিতরে আসিয়া আমার ছোট মাকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন 'এই যে খান সাহেব মোবারক আলীর চিঠি আসিয় ছে অনেক কথাই লিখিয়াছেন' তারপর একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন 'আমরা প্রায় সমবয়সী ৫ জন বৃদ্ধ বাঁচিয়া আছি অর্থাৎ আমি, মোবারক আলি, হোসসামোদ্দিন হায়দার সাহেব, ইয়াছিন সাহেব ও আবদুস সোবহান সাহেব । এখন দেখা যাক ৫ জনের মধ্যে রেসে কে জিতিতে পারে' (অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করিয়া কে প্রথমে বেহেস্তে প্রবেশ করে) । সত্যি, তাঁহার কথামত তিনিই সকলের প্রথমে তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছেন । আল হামদো লিল্লাহ ।

আর একদিন তিনি তাঁহার এক গায়ের আহমদী আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আচ্ছা গেন্দু মিঞা এখন যদি তুমি আজরাইলকে দেখ তাহা হইলে কি কর ?"

উনি উত্তর করিলেন, আপনি কি করেন বলুন দেখি ? মরহুম উত্তর করিলেন, খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, যদি ঐ দরজার কাছে আমি এখনই আজরাইল ফেরেস্তাকে দেখিতে পাই; তবে আমি নিজেই এক দৌড়ে তাঁহার নিকট চলিয়া যাই, যাহাতে অতি শীঘ্রই আমি আমার প্রভুর নিকট পৌঁছিতে পারি ।

নেতার প্রতি মরহুমের অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা

অনুমান ১৯৪৪ সনে বাপজানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাদিয়ান যাই । সেই অসুস্থ অবস্থায় তিনি মাঝে মাঝে যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ বা কথা বলিতেন তাহাদের মধ্যে সামান্য কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি ।

একদিন বুকের ব্যথায় তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন ও মুখে কেবল দরুদ শরিফ আওড়াইতেছেন সেই সময় আমি ও মরহুমা আবেদা তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছিলাম । এমন সময় হঠাৎ তিনি চক্ষু উঁচু করিয়া আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে আমার মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন আচ্ছা মা, বল দেখি এই যে তুমি এতদুর থেকে এত টাকা পয়সা খরচ করিয়া এখানে দৌড়াইয়া আসিলে তাহার কারণ কি ? আমি বলিলাম বাপজান ইহা কেবল আপনার জন্য, কারণ আপনার অসুখ সংবাদ পাইয়া আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, উত্তরে তিনি বলিলেন, 'দোয়া করি মা, আমার চেয়ে যেন আধ্যাত্মিক পিতার জন্য তোমাদের হৃদয়ে মহব্বৎ বেশী জন্মে ও সেই মহব্বতে তোমরা ঘন ঘন এখানে ছুটিয়া আস । আমিন ।

তারপর তিনি কোরআনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "হজরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার পুত্র দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"হে আমার পুত্রগণ, আমার পরে তোমরা কাহার উপরে বিশ্বাস রাখিবে?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "আপনি যাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়াছেন আমরাও তাঁহারই উপর ইমান রাখিব।" মা তোমাদের কাছেও কি আমি ঐরূপ উত্তরের আশা করিতে পারি? আমিও আবেদা উত্তর করিলাম—"ইনশাআল্লা নিশ্চয়ই। আপনি দোয়া করিবেন।"

আর একদিন তিনি দুর্ব্বল শরীর লইয়া ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, সেদিন ছিল শুক্রবার। সকলেই জুম্মার নামাজে মসজিদে চলিয়া গিয়াছে, আমিও ছোটমা বাপজানের নিকট বসিয়া আছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরু নামাজ পড়িয়া মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিলে বাপজান জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরু, আজ নামাজ কে পড়াইয়াছেন?" সুরু উত্তর করিলে, "হুজুর, তবে হুজুরের শরীর টনসিলের ব্যথার দরুন খারাপ ও অল্প অল্প জ্বর হইতেছে বলিয়া সকলকে দোয়া করিতে অনুরোধ করিলেন।" এই কথা শোনা মাত্র বাপজান দুই হাত তুলিয়া দোয়া করিতে লাগিলেন, "হে আমার খোদা, আমি এখন বৃদ্ধ ও অসুস্থ আমার বাঁচাতে এখন আর আমার জামাতের কি উপকার হইবে। তার চেয়ে তুমি আমার বাকী হায়াত হুজুরকে দিয়া হুজুরকে দীর্ঘায়ু দান কর আমিন।"

আমি বলিলাম, 'বাপজান আপনি এরূপ দোয়া না করিয়া কেবল তাঁহার হায়াৎ বৃদ্ধি হউক এই দোয়া করিলেইত পারিতেন", তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে বলিলেন, "মা কতকাল আর বাপকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবি? একদিনত ছাড়িয়া দিতেই হইবে।" ধন্য তাঁহার নেতার প্রতি ভালবাসা। আর একবার ১৯৩৯ সনের কথা লেখিতেছি। একদিন সন্ধ্যার পর মরহুমের সহিত আমরা নানা প্রকার সাংসারিক আলোচনা করিতেছিলাম, কথা প্রসঙ্গে আমি আমাদের কাদিয়ানের বাড়ী তৈয়ারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটু মুচকি হাসিয়া জবাব দিলেন "কি হইবে মা বাড়ী তৈয়ার করিয়া আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া যাইতেছি ইহা হইতেছে খোদার ব্যাঙ্ক কখনও ফেল হইবেনা এবং সারা জীবন ভরিয়া তোমরা ইহার সুদ খাইতে পারিবে। আমিত মাত্র এখন দুদিনের মেহমান।" উত্তরে আমার ছোট মা বলিলেন মানুষ নিজে ভোগ করিব বলিয়াইত সমস্ত কিছু করে না? বরং নিজের পরে আওলাদদের জন্য বাড়ীঘর, সম্পত্তি ইত্যাদি করিয়া যায়। মরহুম উত্তর করিলেন, "আচ্ছা ধর আমি বাড়ী তৈয়ার করিয়া গেলাম কিন্তু আমার পর আমার আওলাদদের ভাগ্যে যদি তাহা ভোগ করা না ঘটে? সুবহান আল্লা, খোদার প্রিয় বান্দাদের মুখ হইতে বোধ হয় তিনি এইরূপই সত্য কথা বাহির করাইয়া থাকেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই ঘটনার মাত্র ৭ বছর পরই মরহুমের এই ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সত্যে পরিণত হইয়াছিল। কারণ, ১৯৪০ হইতে ১৯৪১ সনের মধ্যে তিনি বাড়ী তৈয়ারীর কার্য্য শেষ করেন, এবং ১৯৪৬ সনে তাঁহার মাত্র ১ বৎসর পরই ভারত বিভক্ত হওয়ায়, তাঁহার স্ত্রী পরিবারকে বাধ্য হইয়া ঐ বাড়ীর মায়া ছাড়িয়া লাহোরে আসিয়া ভাড়াটিয়া বাসায় বসবাস করিতেছ য়।

মরহুমের আপন সন্তান সন্ততীদিগের প্রতি উপদেশ ও ভালবাসা

মরহুম তাঁহার সন্তান সন্ততীদিগকে কিরূপ উপদেশ দিতেন তাহার উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৩ সনে অর্থাৎ মৃত্যুর প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে আমার কোরাণ শরীফে একখানা উপদেশ পত্র লেখিয়া গিয়াছেন। সেই পত্রটি এখানে নকল করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

পত্র

মা মোস্লেমা,

তোমার কোরাণ শরীফে কিছু নসিহত লেখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছ। মা, খোদা জানেন, আমি আর কতদিন তোমাদের মধ্যে রহিব তাই যাহা নিম্নে লেখিলাম তাহা আমার আখেরী অসিয়ৎ বলিয়া মনে করিবে।

মা, বহুকাল পরে খোদা দুনিয়াকে পুনরায় জীবিত ইসলামের চেহারা দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন, এবং তাঁহারই অপার কৃপায় তুমি আমি সকলেই সেই মোহনরূপ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মা, লক্ষ্য রাখিবে যেন এই অমূল্য সৌভাগ্য আমরা নষ্ট না করি। জীবনে—মরণে সুখে দুঃখে খোদাতালার এই পাক কালামকে নিজ জীবনের সারথী নিজ জীবনের ইষ্ট মন্ত্র নিজ সন্তান সন্ততীর জীবনের একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্র কোরান শরীফকেই বানাইতে চেষ্টা করিবে। সাবধান, সংসারের সামান্য স্বার্থের লোভে কখনও ঈমান নষ্ট করিবেনা। দুনিয়াতে দারিদ্র্য যন্ত্রনা ভোগ করা তত কঠিন নহে। আখেরাতের দারিদ্র্যতা বড় ভয়ঙ্কর। তাহারই ভয় সর্ব্বদা করিবে। যদি খোদাতালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে সংসারের কোন স্বার্থ কোরবানী কর, তবে জানিও তিনিও নিশ্চয় তোমাকে আখেরাতে অনেক, অনেক অধিক নিয়ামৎ দেবেন। মানুষ অধিককাল দুনিয়াতে থাকে না। তাই জানিও আখেরাৎ অনেক দূর নহে। অধৈর্য্য হইওনা, অতি সত্বরই খোদার নেয়ামত পাইবে। খোদাতালা আমাদিকে শীঘ্রই তাঁহার ক্রোড়ে তাঁহার রহমতের ছায়ায় একত্রিত করেন ইহাই দোয়া করি—আমিন। মা, যদি কখনও আবশ্যক মনে কর, তবে উপরোক্ত উপদেশ তোমার সকল ভাই ভগ্নীকে শুনাইবে। ইহা তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

খোদাতালাই দুনিয়াও আখেরাতে তোমাদের হাফেজ ও নাছের হউন।

কাদিয়ান, আমিন ইতি।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৩ সন। তোমার পিতা—

আবুল হাসেম খান চৌধুরী।

আর একটা চিঠি—

মা মোস্লেমা— কাদিয়ান, ১৯৪৪ সন।

আমার সালাম জানিবে। মা, তুমি এবার কাদিয়ানে আসিয়া নিজ চক্ষে অনেক কিছুই দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলে।

মা, আশা করি তুমি নিজের জীবনকে আদর্শ মহিলার জীবনে পরিণত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। স্বামীর প্রতি সাধারণ খেদমত ব্যতিরেকে আহমদী মহিলার ইহাই চরম উদ্দেশ্য হইবে যে তিনি যেন ধর্ম্মে কর্ম্মে সর্ব্বদা উন্নতি করেন। সর্ব্বদা তাঁহাকে ধর্ম্মের খেদমতের জন্য এবং কোরবানীর জন্য উৎসাহীত করিবে। তিনি যখন তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তীত হন তখন তুমি তাঁহাকে খোদাতালার দীনের খেদমতের জন্য অনুপ্রাণীত করিবে এবং বলিবে যে, দীনের জন্য কোরবানীতে যতই কষ্ট হউক না, কেন, তাহা আমরা সকলেই প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আর সন্তানদিগের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তাহাদিগকে দীনের খাদেমরূপে তরবীয়ত করিবে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কাজে ইহাই দৃষ্টি রাখিবে তাহারা যেন মোমেনের উপযুক্ত শিক্ষা পায়। সর্ব্বদাই হযরত খলিফাতুল মাসিহকে পত্র লেখিয়া দোয়া চাহিবে ইহাতে তোমাদের বহু কল্যাণ হইবে। আর একটি বিশেষ কথা—কাদিয়ানে ঘন ঘন আসিবার জন্য প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করিতে থাকিবে। ছেলেদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য যত শীঘ্র পার এখানে পাঠাইয়া দিবে। মা, খোদা তোমাকে সুবুদ্ধি দিয়াছেন। দেখ যেন আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করিয়া জীবনের প্রকৃত লক্ষভ্রষ্ট না হও। তোমরা আলফজল লও কিনা জানি না। যা তোমরা সেল সেলার কেন্দ্র হইতে দূরে আছ। ঈমানে কমজোর হইয়া পড়বার বড়ই ভয় আছে। যতদিন আমি বাঁচিয়া আছি ততদিন অন্ততঃপ্রত্যেক বৎসর না হয় এক বছর পর এক বছর জলসার সময় এখানে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া যাইবার চেষ্টা

করিলে কোনই কষ্ট হইবে না...... ইত্যাদি

মা, তুমি স্বভাবতঃই ধীর ও গম্ভীর, এই পত্রে যাহা লেখিলাম ধীরে ধীরে মন দিয়া পড়িবে এবং খোদার তৌফিকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে—আমিন তোমাদের জন্য মন খুব ব্যস্ত থাকে খোদা তোমাদের হাফেজ ও নাছের হউন। ইতি।

দোয়াগো,

তোমাদের পিতা।

১৯৪২ সনের একটি পত্রে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, বঙ্গদেশে এবার দুর্ভিক্ষ হইবার খুবই সম্ভাবনা। খোদাতালা দেশকে ও তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

মরহুমের নিজের ভাইবোনদের প্রতি কিরূপ স্নেহ ও প্রেম ছিল তাহা ও সামান্য একটি চিঠি দ্বারা পাঠক অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

১৯৪৪ সনের মার্চ্চ মাসে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা জনাব আবুল কাশেম সাহেবকে কাদিয়ান হইতে যে পত্র লেখিয়াছিলেন তাহার কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

কাদিয়ান,

১৬ ৩ ৪৪

বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম

দোয়াবরেষু ভাই কাশেম।

আমার ছালাম জানিবে। আজ ২ বছরের ও অধিক হইল তুমি আমাকে পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছ কি কারণে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে নানা দুশ্চিন্তার স্বভাবতঃই উদ্রেক হইতেছে। তুমি কি ভাই সংসারের জালে এমন ভাবেই আবদ্ধ হইয়াছ, যে, অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিবার একেবারেই সময় পাওনা। খোদার ফজলে তোমার মনত ঈমানের আলো হইতে একেবারেই শূন্য ছিল না। তাহা না হইলে তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ কি জন্য করিয়াছিলে? মৃত্যুকে কি একেবারেই দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়াছ? ভাই মৃত্যুতো সর্ব্বদাই নিকটে আসিতেছে। এই যে আত্মীয় স্বজন বা কুটুম্বাদী লইয়া কালযাপন করিতেছ ইহারা কি আখেরাতে কোনই কাজে আসিবে? আমারওত বোধ হয় কাল উপস্থিত তাই স্বভতঃই মনে হইতেছে মায় পেটের ভাই একবার তোমার শেষ দেখা পাইতাম, একবার তোমার গলা ধরিয়া শেষ কথা বলিতে পারিতাম। সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা কিছুই স্থায়ী নহে, স্থায়ী কেবল একমাত্র খোদাতালা এবং তাঁহার প্রেরিত দীন। সেই দীন আজ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং খোদাতালা কর্ত্তৃক কেবল মাত্র হজরত মাহদী (আঃ) দ্বারাই জগতে পুনঃ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে ভাই...........

তুমি বার বার সফরে যে খরচ করিতেছ এই খরচে কি একবার কাদিয়ানে আসিতে পারিতে না? হয়ত এখানে আসিলে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিতে। এখন এখানে পূর্ণ বসন্ত। ৭।৮।৯ই এপ্রিল এখানে জলসাও আছে। যদি এই সময় আসিতে পার বড়ই ভাল হয়। আমার হৃদরোগের এতক কোনই উপসম হয় নাই। খোদাতালার মনে কি আছে ত তিনিই জানেন তুমি প্রকৃত মোমেন হইলে খোদার ফজলে তিন ভাই মিলিয়া অনেক কিছুই করিবার ছিল, খোদা জানেন তাহা আর হইবে কিনা। বড় বুবুকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছে তোমার আসা হইলে তাঁহাকেও সঙ্গে আনিবে। আসিবার সমস্ত খরচ ইনশ আল্লাহ আমিই দেব। ভাই, এখানকার কোন সংবাদই বোধ হয় তুমি রাখ না ইদানিং হজরত খলিফাতুলমাসিহ প্রকাশ্যে মসিহ মাওউদ হইবার দাবী করিয়াছেন। সমস্ত জামাতে ঈমান ও উৎসাহের এক প্রবল রোল উত্থাপিত হইয়াছে কোরবানীর প্রকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য চারিদিকে এক সাড়া পড়িয়াছে। ভাই, এমন সময় কোথায় অন্ধকারে পড়িয়া রহিবে? সংসারের চিন্তা যথেষ্ট করিয়াছ। একবার এখানে আসিয়া কিছুকাল থাক। যাহারা ধর্ম্মের চিন্তা করে না তাহাদের মায়া ছাড়......— ইত্যাদি।

ইতি দোয়াগো

আবুল হাশেম খাঁ

স্ত্রীর প্রতি "ভালবাসা"—

আশা করি সকলেই বোধ হয় আপনারা অবগত আছেন যে, ১৯২৮ সনে মরহুমের প্রথমা স্ত্রী হামিদোন্নেসা বেগম এন্তেকাল করিয়াছিলেন। কিন্তু মরহুম বোধ হয় তাঁহার বাকি জীবনে একদিনের জন্যও তাঁর কথা ভুলিতে পারেন নাই, কারণ প্রায় সময়ই কোন না কোন কথা বা কার্য্য উপলক্ষে মরহুমার কথা উল্লেখ করিতেন মরহুমের একটি জায়নামাজ ছিল, যাহা তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর সাড়ীর পাড় দ্বারা তৈয়ারী করা হইয়াছিল। একদিন সেই জায়নামাজটি ছিড়িয়া যাওয়ার দরুণ আমাকে ঠিক মত জোড়া দিয়া সেলাই করিয়া দিতে বলেন, ইহাতে আমার ছোট মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন আপনি দেখি আবু করিমের চটী জুতার ন্যায় আরম্ভ করিয়াছেন উহ' ছাড়া কি অন্য জায়নামাজে নমাজ পড়া যায় না?" উত্তরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মরহুম বলিলেন, আমি আর কতকাল বাঁচিব তাই বাকি কয়েক দিনের জন্য এই জায়নামাজটিকে বাদ দিতে চাহি না। ইহার মধ্যে আমি মাজুর (প্রথমা স্ত্রীকে তিনি মাজু ও দ্বিতীয়াকে ছুটু বলিয়া ডাকিতেন) গন্ধ পাইয়া থাকি ও পাছে তাকে ভুলিয়া যাইয়া আমার সিজদাতে তাহার জন্য দোয়া করিতে ভুল হইয়া পড়ে, সেজন্য এই জায়নামাজটীকে পাথেয়ের স্বরূপ রাখিয়াছি।

অন্য একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি ছোটমাকে বলিয়াছিলেন ছুটু, আমি তোমাকে বিবাহ করিবার পর মাজুকে তাহার স্বামীর ভালবাসা মাত্র ৪ আনি কোরবানী করিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু সে আমাকে লজ্জা দিয়া ১৬ আনাই কোরবানী করিয়া ১৭ বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছে এখন আমাকেও যত শীঘ্র হয় তাহার নিকট ফিরিয়া যাওয়া দরকার নতুবা বড়ই বে-ইনসাফি হইবে। সাবাস ঈমানদারী।

একবার ঠিক কত সনের কথা মনে পড়িতেছে না। কাদিয়ানের মসবের কমিটিতে প্রস্তাব করা হইল যে মিনারাতুল মাসিহকে আরো উচ্চ করিতে হইবে অর্থাৎ ৫ম তালা উঠাইতে হইবে। হুজুরের তাহরীকানুযায়ী এলান করা হইল যে ৩০ জন ব্যক্তির নিকট হইতে ১০০ শত করিয়া টাকা লওয়া হইবে ও এই ৩০ জনের নাম মিনারাতুল মাসিহর গায়ে চীরকালের মত খোদিত করা রহিবে।

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে হুজুরের এই তাহরীকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মরহুমও ৩০০ শত টাকা দিয়া ৩ জনের নাম এই লিষ্ট ভুক্ত করেন।

১। মরহুম নিজে

২। মরহুমের প্রথমা স্ত্রী হামিদোন্নেসা বেগম।

৩। মরহুমের দাদা ফজলুর রহমান সাহেব।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একবার এক আহমদী ভগ্নী মরহুমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আচ্ছা আপনি মিনারাতুল মাসিহর চাঁদায় প্রথমা স্ত্রীর নাম দিলেন আর দ্বিতীয়াকে বাদ দিলেন কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি কাহারো নাম দিই নাই ইহা তাঁহারই (অর্থাৎ হামিদা বেগম) পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল, আমিত কেবল বাহান মাত্র। তারপর তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন অনুমান ১৯২২ বা ১৯২৩ সনে হজরত সাহেব লণ্ডন মসজিদ তৈয়ারীর জন্য যখন আহমদী মহিলাদের নিকট টাকার আহ্বান জানান সেই সময় আমি মাজুকে হুজুরের এই তাহরীকের কথা জানাইলে তৎক্ষণাৎ মাজু তাঁহার হাত হইতে মাত্র সামান্য কয়েক দিনের তৈয়ারী নূতন ১ জোড়া সোনার বালা খুলিয়া আমার হাতে মসজিদের জন্য দিয়া বলেন যে, আমার নিকট যে সামান্য কিছু টাকা জমা হইয়াছিল তাহা দ্বারা আমি ইহা তৈয়ার করাইয়াছিলাম

এখন আমার নিকট নগদ কোন টাকা নাই। সুতরাং ইহাই আমি খুশীর সহিত লণ্ডন মসজিদের জন্য দিতেছি। আমি তখন বলিয়াছিলাম মাজু খোদাতালা নিশ্চয় তোমাকে ইহা হইতে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আজ তাঁহারই পুরস্কার স্বরূপ আমার দ্বারা তাঁহার নাম মিনারাতুল মাসিহর গায়ে খোদিত করাইয়াছেন, এবং ইহাতে আমার নিজের কোনই বাহাদুরি নাই। আলহামদো লিল্লাহ। প্রিয় পাঠক, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি বাদশা সাহজাহানের প্রেমের তাজমহল হইতে কি ইহার মূল্য কোন অংশে কম?

মরহুম শুধু কোরানের হুকুমগুলি পালন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং হাদিসে বর্ণিত হজরত রসুলের (দঃ) প্রত্যেকটী নমুনা পালন করিয়া নিজ আমল দ্বারা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তবলিগ করিতে চেষ্টা করিতেন। একদিকে তিনি যেমন আদর্শ স্বামী আদর্শ পিতা আদর্শ মানব ও আদর্শ পুত্র ছিলেন অন্য দিকে সেইরূপ আদর্শ আমীর বলিয়াও জামাতে সুনাম করিয়াছিলেন।

উপযুক্ত স্বাক্ষীর নিকট জানা গিয়াছে যে; তাঁহার মৃত্যু সংবাদ যখন হজরত আমিরুল মোমেনিনের (আইঃ) নিকট পৌঁছানো হয় সেই সংবাদে হুজুর ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন বলিয়া রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিয়াছিলেন আফসোস অবশেষে খান বাহাদুর সাহেব আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন। আমরাও সকলেই একদিন চলিয়া যাইব সে জন্য দুঃখ নাই, কিন্তু আমি ভাবিতেছি তাঁহার যাওয়াতে বাংলা জামাতের যে ভীষণ ক্ষতি হইল তাহা কিরূপে পূরণ হইবে? আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল উনি সুস্থ হইয়া উঠিলে পুনরায় আমি বাংলা দেশে তাঁহাকে আমির করিয়া পাঠাইব" এবং হুজুরের বিশেষ আদেশানুসারে সাহাবাগণের বিশিষ্ট কেন্তায় বেহেস্তী মোকবেরায় মরহুমকে বিশেষ সম্মানের সহিত সমাহিত করানো হয়। সত্যি খোদার পথে মরে যারা তাদের মরণ নয়কো নয়, বরং তাঁরা বিশেষ আদৃশ হইয়া থাকেন।

হে, প্রভো তোমার করুণা-ধারা তাঁহার প্রতি অবিরল বর্ষণ কর এবং তোমার কাছে তাঁর মর্য্যাদা উচ্চ হইতে উচ্চতর কর—আমিন।

পুণ্যকার আহমদীদের প্রতি আল-অসিয়ৎ কেতাবে ইজরত মাসিহ মাওউদের (আঃ) নির্দ্দেশানুসারে মরহুম একজন শ্রেষ্ঠ অসিয়তকারী ব্যক্তি ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত্ত পর্য্যন্ত অসিয়তের নির্দ্দেশানুযায়ী নিজ ওয়াদাকৃত উপার্জ্জন এবং সম্পত্তির অংশ আদায় করিয়া গিয়াছেন। পেনসন পাওয়ার পর তিনি একটি ওয়াকফ আল আওলাদ করেন উহাতে তিনি সমস্ত হকদারদের সম্পূর্ণ হক অতি সুন্দররূপে দিয়া যান। আল্লাতালা আমাদের সকলের তরফ হইতে তাঁহাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন —আমিন।

পুত্র হিসাবে পিতামাতার প্রতি তাঁহার একান্ত ভক্তি ছিল এবং তাঁহারা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাঁহাদের খরচ পত্র পাঠানো এমন কি নিজের এক নিঃসন্তান মানুষকে তিনি সমস্ত জীবন ব্যপিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের খরচ বহন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য মরহুমের দাদা মরহুমকে অতিরিক্ত স্নেহের ও যত্নের সহিত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা স্বরূপ কাদিয়ানের নিজ বাস ভবনের নাম ফজলুর রহমান মঞ্জিল রাখিয়াছিলেন। অনুমান ১৯৪১ সনে মরহুম তাঁহার শাশুড়ীকে (প্রথমা স্ত্রীর মা) স্ত্রীর প্রাপ্ত দেন মহরের ২ আনি অংশ স্বরূপ ৫০০ শত টাকা পোষ্ট অফিস যোগে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার এই সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া কিছু দিনের মধ্যেই মরহুমের শাশুড়ী আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তারপর আর একবার মরহুম তাঁহার এক গায়ের আহমদী বিধবা শালীকে নিজের আশ্রয়ে আনিয়া অমায়ীক ব্যবহার দ্বারা নিয়বে তবলিগ করিয়া জামায়াত ভুক্ত করেন ও পরে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব আবুল আসেম খান চৌধুরীর নিকট বিবাহ দেন। তাই কবির ভাষায় লেখি—

ধন্য মানব কুলে জন্মেছিলে তুমি
এ দেশে তোমার অতুল মান
সে খ্যাত বংশের প্রিয় যোগ্য সুত
বিধাতার এক সাধের দান।
কে তুমি মহীয়ান এসেছিলে নবরূপে
সাধিতে মোদের অশেষ হীত
কি সাম্য মুরতী
প্রফুল্ল বদন
অমল, সরল দয়াল চীত
জীব প্রতি বেশে দেশের সেবায়
এসেছিলে সুধী করুনা করে
মহৎ গুণের দিলে পরিচয়
ভদ্রতা, বিনয়, প্রিয় ব্যবহারে।
আলহামদো লিল্লাহ।

নিজের জামায়াত বা আহমদীয়তের উপর মরহুমের যে কতদূর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহা নিম্নের একটী ঘটনা হইতে বেশ অনুমান করা যাইবে। একবার ১৯৪০ সনে কাদিয়ানে আমার বড় ছেলেকে কোলে করিয়া মরহুম আদর করিতেছিলেন এমন সময় আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম বাপজান জুবলী (আমার ছেলের ডাক নাম) যখন আমার পেটে ছিল সে সময় আমি নামাজে সব সময় এই দোয়া করিতাম হে খোদা তুমি আমাকে আমার বাপের মত একটি সুন্দর ও জ্ঞানী ছেলে দাও। ছেলেত খোদা দিলেন কিন্তু আপনার মত হইবে কি না জানি না। কারণ বাহিরের রংও উহার কাল ইহা শোনা মাত্র তিনি উচ্চস্বরে হাসিয়া বলিলেন, মা হজরত বেলালেরওত বাহিরের রং কাল ছিল। আমি দোয়া করিতেছি ইনশ আল্লা তোর ছেলে যেন আমার চেয়েও বড় হয়, কারণ আমার মাত ছিলেন গায়ের আহমদী আর তুইত হচ্ছিস ওর আহমদী মা।

এই পার্থিব জীবনে মানুষ মাত্রেরই কোন না কোন সখ বা ইচ্ছা হইয়া থাকে। যথা কাহারো বাড়ী, কাহারো গাড়ী, আবার কাহারো রেডিও ইত্যাদি। আমাদের মরহুমেরও মোটরকার কিনিবার খুব ইচ্ছা ছিল এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি মোটরকার ও কিনিব বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। এমন কি একবার তিনি লাহোরে যাইয়া মোটরকার কিনিবার সমস্ত বন্দবস্ত করিয়া কিছু টাকা অগ্রিম দিয়া কাদিয়ানে ফিরিয়া আসেন। কথা হইয়াছিল পরের দিন আমানত ফাণ্ড হইতে টাকা উঠাইয়া তিনি ঐ গাড়ীখানা লইয়া আসিবেন।

আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে পরের দিন আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মতেরও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন না আমি কিছুতেই একাজ করিতে পারিব না কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, দেখ আমি মোটরকার কিনিয়া তাহাতে আরামে গদির উপর বসিয়া জুম্মার নামাজ পড়িতে মসজিদে যাইব আর পাঞ্জাবের এই গৌদ্রে মরুভূমির ন্যায় বালুকা রাশির মধ্য দিয়া হাঁটিয়া আমার অন্যান্য আহমদী ভাইরা আমারই মোটরের ধুলা খাইতে নামাজে যাইবে। ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। কে জানে তাহারা হয়ত খোদার কাছে আমা হইতে অনেক অধিক প্রিয়।

তারপর হাসিয়া বলিলেন, আমি বেহেস্তে যাইয়া খোদার কাছে মোটর চাহিয়া লইব এবং বেহেস্তে হুজুরের মোটর আগে আগে চলিবেও আমার মোটর তাঁহার পিছনে পিছনে চলিবে।

বোধ হয় এইরূপ মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তিদের উদাহরণ লক্ষ্য করিয়া কবি লেখিয়াছেন—

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ
প্রাণ খোলা মন খোলা,
আপনি আপনা ভোলা,
তার সম প্রীতি সব
হৃদয়ের টান।

মরহুম তার শেষ জীবনে কয়েকটী স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন। তাহাতে তাহার মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে স্বপ্নগুলি লেখা বিশেষ প্রয়োজন মনে করিলামনা, একমাত্র খোদাই জানেন এই সমস্ত স্বপ্ন তাঁহাকে কেন দেখানো হইয়াছিল। তবে ১৯৪৫ সনের অক্টোবর মাসে তিনি চক্ষু অপারেশন করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। সেই সময় আমরা প্রায় সকল ভাইবোনই কলিকাতায় ছিলাম। বলাবাহুল্য, মরহুমের সহিত তাহার স্ত্রী ও নাবলিকা দুই কন্যাও ছিল। সেই সময় এক দিন আমাদের সকল বোনকে একত্রিত করিয়া নানা প্রকার উপদেশছলে তিনি হঠাৎ তায়েবাকে (দ্বীতিয়া স্ত্রীর প্রথমা কন্যা) উদ্দেশ্য করিয়া বলেন 'মা তায়েবা, তোমার কাছ হইতে আমি দুনিয়াদারীর গন্ধ পাইতেছি, খোদা তোমাকে রক্ষা করুন। আমার জামাতের ভাই বোনেরা সকলেই অবগত আছেন যে, মরহুমের এই কন্যাই আজ প্রকাশ্য ভাবে জামাত হইতে স্বইচ্ছায় বাহির হইয়া গিয়াছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

প্রিয় পাঠক! মরহুম বাল্যকাল হইতে কিরূপ মেধাবী ছিলেন তাহার সামান্য একটু পরিচয় দিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

জনাব দাদাজানের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, মরহুম যখন ৮।৯ বছরের শিশু বালক ও নাটোর স্কুল সাবইনেসপেক্টার সাহেব স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা বল দেখি "খোদা কোথায় থাকেন?" বালক তৎক্ষনাৎ নির্ভয়ে উত্তর করেন, 'আচ্ছা স্যার আপনিই প্রথম বলুন দেখি খোদা কোথায় থাকেন না?' ইনেসপেক্টার বালকের প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া এতদূর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, বালকের নাম ও পরিচয় লইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসেন ও মরহুমের দাদা ফজলুর রহমান সাহেবকে বালকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ও যত্ন রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।

কে জানিত এই বালকই একদিন ডিভিসনাল স্কুল ইনেসপেক্টার পদে বহাল হইবেন। সোবহান্ আল্লা।

পরিশেষে—

গোলাপ যেমন ক্ষণ শোভাময়
সৌরভ ছড়ায়ে দেয়
সকালে ফুটিয়া বিকালে আবার
ঝড়িয়া পরিয়া যায়
গোলাপেরই মত জীবন তোমার
দিয়াছিল রহমান
দুদিনের তরে পাঠায়ে আবার
বেহেস্ত করিল দান।
আমিন।

আমার প্রিয় আব্বাজান মরহুম

বেগম মাসুদা ছামাদ প্রেসিডেন্ট লাজনা আমাউল্লাহ
(আহমদীয়া মহিলা সঙ্ঘ) নারায়ণগঞ্জ।

মোহতরম জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব নারায়ণগঞ্জ আঃ, আঃর ('আহমদী'র সম্পাদকই নারায়ণগঞ্জ আঃ, আঃর প্রেসিডেন্ট) আদেশ পালনার্থে আমি আমার প্রিয় আব্বাজান মরহুম (১৯৪৭ ইং সালের ১১ই জুন তারিখ সোমবার কাদিয়ানে ওফাত প্রাপ্ত) সম্বন্ধে কতিপয় কথা আরজ করছি, এবং আপনাদের খেদমতে দরখাস্ত করছি যে, আপনারা আমার প্রিয় আব্বাজান মরহুমের মাগফেরাত ও বোলন্দ মোকাম প্রাপ্তির জন্যে দোয়া করবেন। আপনারা এ জন্যেও দোয়া করবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁর আওলাদ ও পরিবার বর্গকে সেলসেলা আহমদীয়াতে দাখেল করেন এবং তাদের পরিণাম মঙ্গলময় করেন।

আব্বাজান মরহুমের জীবনী অতিশয় সরল ও পবিত্রছিল। আহমদীয়তের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম তবলীগে ইসলামের উচ্চাকাঙ্খা, জামাতের সাথে সম্পর্ক এবং হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর সাথে মহব্বত ও বিশ্বাস তাঁর প্রত্যেক কাজ কর্ম্মে প্রজ্বলিত ছিল।

সর্ব্বশেষ রোগাবস্থায় আব্বাজান প্রায় ৯ মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। এই নয় মাসের মধ্যে কখনো তিনি ধৈর্য্য হারাননি। শেষাবস্থায় যখন কষ্ট অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন নামাজে (তখন তিনি শায়িতাবস্থায় নামাজ পড়তেন) খুবই কারুত স্বরে দোয়া করতেন যে, 'ইলাহী! আমার এই কষ্ট কখন শেষ হবে?" কোন কোন সময় বলতেন, 'আমার কর্ণে শব্দ এসেছে যে, তোর এক এক মিনিটের কষ্টের বিনিময়ে এক এক বছরের গোনাহ ক্ষমা করা হচ্ছে।' একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর পেট থেকে একটি সাপ বের হয়েছে। সাপটা লম্বা। বের হতে হতে সাপটা বেরিয়ে চলে গেল ঠিক, কিন্তু তার লেজটা ভিতরে রয়ে গেল। আমার যতদূর স্মরণ আছে তাতে মনে হয় যে, তিনি এই স্বপ্নের এই তাবির করেছিলেন যে, 'আমি এই রোগ থেকে (যা ক্যানসারে পরিণত হয়েছিল) আরোগ্য লাভ করবেননা।'

শেষাবস্থায় একদিন হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) স্বয়ং আসলেন আব্বাজানকে দেখতে। আনন্দাতিশয্যে আব্বাজানের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল যে, তিনি তাঁর রোগের কথা ভুলে গেলেন এবং স্বয়ংসিদ্ধ ভাবেই উঠে বসলেন। (আমি তখন স্কুলে ছিলাম। এ বিষয় আমি তাঁর মুখে শুনেছি এবং ডায়রীতে লিপিবদ্ধ পেয়েছি।) হুজুর (আইঃ) এর কোলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আরাম করলেন। অতঃপর হুজুর (আইঃ) এর ইঙ্গিতে তাঁকে বসানো হলো। আব্বাজান হুজুর (আইঃ) এর নিকট 'তাবাররুক' প্রসাদ চাইলেন। হুজুর তাঁকে সঙ্গতারার (কমলার ন্যায় পাঞ্জাবী ফল) রস দিলেন। তখন মহব্বতের আতিশয্যে আব্বাজানের হিচকী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কোন কোন সময় হুজুর (আইঃ) কে পত্র লিখতেন, 'হুজুর'! যদিও ঘর থেকে বের হতে পারিনা; তবু আল্লাতা'লার শোকর, আমার শ্রবণ

শক্তি ঠিক রয়েছে। হুজুর (আইঃ) এর খোৎবা ইত্যাদি বাচ্চাদের দ্বারা পাঠ করাই ও তা শুনে তৃপ্তি লাভ করে থাকি।

আব্বাজানের ওফাৎ হয়েছিল ১৯৪৭ ইং সালের ১৭ই জুন সোমবার দিন। পরদিন সকাল বেলা হুজুর (আইঃ) বহু সংখ্যক লোক সহ জানাজা পড়ালেন এবং সাহাবাদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে সমাহিত করবার আদেশ দিলেন। এরূপে আহমদীয়তের এই বাহাদুর খাদেম পরে আসা সত্ত্বেও অনেকেরই অগ্রবর্ত্তী হয়ে গেলেন। এসম্বন্ধে আমাদের প্রতিবেশী মওলানা আবদুর রহীম দর্দ সাহেব মরহুমের মুখ থেকে এ কথা বেরিয়ে আসল যে, 'চৌধুরী সাহেব বহু লোকের পেছনে এসেও বহুলোকের অগ্রবর্ত্তী হয়ে গেলেন।' আল্লাহতা'লা মরহুম দর্দ সাহেব এবং আব্বাজানের প্রতি তাঁর আশীষ বর্ষণ করুন ও তাদের পরিবার পরিজনের রক্ষক ও সহায়ক হউন আমীন।

আল্লাহতালার সাথে আব্বাজান মরহুমের অতিশয় মহব্বত ছিল। নামাজের তিনি খুবই পাবন্দ ছিলেন। গরমের মওসুমে আঙ্গনায় শুয়ে শুয়ে আমাদেরকে শিক্ষামূলক কাহিনী শুনাতে থাকতেন। কিন্তু দারুল আনওয়ার মসজিদের আজান ধ্বনী শুনা মাত্র লাফ দিয়ে উঠে পড়তেনও নামাজের জন্যে তৈরী হতেন। আমরা কেচ্ছা শেষ করতেআবদার করলে হাসী মুখে আবার শুনাবেন বলে মসজিদে চলে যেতেন। তাহাজ্জদ নামাজের রীতিমত পাবন্দ ছিলেন। ফজরের সময় ছোট বাচ্চাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কড়া শীতের সময়ও তাদেরকে গরম পানি দ্বারা অজু করায়ে গরম কোট পরিয়ে সাথে নিয়ে যেতেন। মোট কথা, আব্বাজানের মন যেন মসজিদেই থেকে যেত। মসজিদে তাঁর এরূপ আসা যাওয়া দেখে তাঁর এক দৌহীত্র তার মাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা আম্মা। আল্লাহ মিঞা কি মসজিদটি নানাজানকে একেবারে দিয়ে দিয়েছেন ?"

আব্বাজান সব সময়ই "ছুবাহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি ছুবহানাল্লাহিল আমীম।" "ইয়া হাফীযু ইয়া আযীযু ইয়া রফিক" এবং "আস্তাগফার" পড়তে থাকতেন।

একটি আশ্চর্য্য ঘটনা

হজরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ)র এক নিয়ম এই ছিল যে, তিনি আব্বাজানের ওফাতের পর প্রত্যহ সাড়ে নয়টা বা ১০টায় আমাদের বাড়ী আসতেন এবং আব্বাজানের কামড়ায় নামাজের জন্যে যে চৌকী ছিল, ঐ চৌকীতে নফল নামাজ পড়ে দোয়া করতেন। একদিন তিনি নামাজের পর কাগজ কলম চাইলেন এবং কাগজে লিখলেন যে, (এ বিষয়টী আমি নিজে ও আমার ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করে তাতে হজরত মুফতী সাহেবের (রাঃ) দস্তখত নিয়েছিলাম) "জনাব চৌধুরী সাহেবের জন্যে নামাজে দোয়া করার সময় জনাব চৌধুরী সাহেবের চেহারা আমার সামনে আসল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বলুন তো চৌধুরী সাহেব! আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে ?" উত্তরে বললেন, "গোফরান" অর্থাৎ ক্ষমা করা হয়েছে। দস্তখত হজরত মুফতি মোঃ সাদেক (রাঃ) ডি, ডি, ভুতপূর্ব্ব মিশনারী আমেরিকা ও লণ্ডন।

ইসলাম ও পরমত সহিষ্ণুতা

আহসানুল্লা চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি আমরা আগেকার ঘটনা আলোচনা করিতখন দেখি বুদ্ধদেব রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁরা ও অহিংসার বাণী পিতৃভক্তি, এবং সৎকাজ করতে আদেশও অসৎকাজ করতে নিষেধ করেছেন। আর ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক করেছেন সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়। তিনি পূর্ব সংস্কার কার্য্য করেও একাধারে ধর্ম্ম প্রচারক, অন্য দিকে দেশ শাসক ও সেনাপতি সেজে প্রকৃত বীরের মতো তার জীবণ সফল করে চরিত্রের আদর্শ দেখিয়েছেন। কোন ধর্ম্মের কুৎসা করতে নেই। যা সত্য ও সরল তাই আমাদের কাম্য প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রত্যেকের অ,লোচ্য বিষয়তা আন্তরিকতার সহিত শুনতে হবে, জানতে হবে এবং বিবেক ও বুদ্ধির কষ্টিপাথর দ্বারা বিচার করে মানতে হবে।

ধর্ম্মের গোড়ামি ও ঠেটামি ভাল নয়। প্রত্যেক যদি প্রত্যেক ধর্ম্মের আসল বিষয় সমুহ এবং মহাপুরুষদের জীবনী ও শিক্ষা আলোচনা করা যায় তবে একে অন্যকে বুঝবার ও বিচার করবার সুযোগ হয়। যদি প্রত্যেকে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে নিজ ধর্ম্মকে বড় জ্ঞান করে অন্য ধর্ম্মের কোন আলোচনাই না করেন, তবে অন্য ধর্ম্মকে ভুল বুঝবার অভ্যাস ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। বুঝবার এবং বুদ্ধি দ্বারা বিচার করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

ইহাতে রূপ দিতে হইলে একে অন্য থেকে দুরে থাকলে চলবে না। দুরে থেকে মিলন হয় না। দুরকে নিকটবর্ত্তি করতে হলে নিকট থেকে দুরে যাওয়া দরকার। সেইরূপ একে অন্যের ধর্ম্মকে বুঝতে হলেও পরস্পরের মিলন প্রয়োজন।

যদি কেউ নিজে পান্ডিত্যে ভরপুর হয়েও কোন সত্যকে অবহেলায় বুঝাতে চেষ্টা না করেন কিংবা কোন মনগড়া অর্থ করেন এবং সময় ও স্থান বিশেষে প্রকৃত অবস্থার বিবেচনা না করেন তবে সত্যের প্রকৃত অর্থ ও রূপ বের হয় না। যদি কেউ ক্ষণিক জীবনে আকৃষ্ট হয়ে ভোগ বিলাসে মজে পড়েন এবং আধ্যাত্মিক শক্তি মোটেই উপলব্ধি না করেন তবে আসলের থেকে নকলের দিকেই ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

সত্যের সন্ধান করা তারা গ্রাহ্য করেন না কারণ তাতে তাদের ভোগ বিলাসের জীবনে বাঁধা আসতে পারে এবং তাদের নিছক প্রতিপত্তি ও সম্মানে আঘাত পড়তে পারে। এই ভয়ে ও কেহ কেহ সর্ব্ব ধর্ম্মের আলোচনা পছন্দ করতে চান না।

সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় সমালোচনা না হলে নিজের ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সেই জন্যেই সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় প্রয়োজন। এসো ভাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সকলকে মিলিতভাবে ধর্ম্মালাপের আহ্বান জানাচ্ছি। একথা কোরাণও বলে।

'আহ্বান কর (সকলকে) তোমার প্রভুর পথের দিকে হেকমতের সহিত এবং উত্তম উপদেশ দিয়া।" নিশ্চয় আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু একই এবং তাঁহারই নিকট আমরা আত্মসমর্পণ করি।

এসো বৌদ্ধ, জৈন, এসো খ্রীষ্টান,
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো ত্বরা করি, এসো জ্ঞানবান,
সকলে মিলে গাই ইসলামের গান।

ওয়াকফে জদীদের ৫ম বর্ষ প্রারম্ভ

কল্পে

জামাতের বন্ধুগণের নামে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর পয়গাম

বন্ধুগণ ৫ম সালে ও নিজেদের ঈমান ও নিষ্ঠার শানদার আদর্শ প্রদর্শন করুন পূর্ব্বের চেয়ে বৃদ্ধির সহিত ওয়াদা পেশ করুন

ভ্রাতৃবৃন্দ !

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

চারি বৎসর হইল আমি পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে ইসলাহ ওইরশাদের কার্য্য বৃদ্ধির জন্য ওয়াকফে জদীদের স্কীম জারী করিয়াছিলাম। আল্লাহতালার ফজলে ইহার ভিত্তি ক্রমশঃ মজবুত হইতেছে। দফতরের রিপোর্ট হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে জামাতের বন্ধুগণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৪র্থ বৎসরে অধিক কোরবানীর দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং চাঁদার পরিমাণ এক লক্ষ টাকায় পৌঁছাইয়াছেন। জামাত যে আল্লাহর ফজলে জাগ্রতাবস্থায় কাজ করিতেছেন ইহা আমার জন্য খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু কাজের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদের কোরবানীর মান আরও বোলন্দ করিতে হইবে কেন না গ্রামাঞ্চলের জামাতের তরবিয়ত এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মোকাবেলার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সুতরাং আমি বন্ধুগণের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, আপনারা দোয়া দ্বারা কাজ লউন এবং অধিক হইতে অধিক আর্থিক কোরবানী পেশ করুন যেন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা মানুষকে সুশিক্ষিত করা যায় এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করা যায়।

আমাকে বলা হইয়াছে যে ওয়াকফে জদীদ দ্বারা এখন অস্পৃশ্য জাতির মধ্যেও ইসলামের পয়গাম পৌঁছানো আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার উত্তম ফল ও দেখা যাইতেছে। সুতরাং ৪র্থ বৎসর যেরূপ বন্ধুগণ কোরবানীর উত্তম নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রুপ ৫ম বৎসরেও নিজেদের ঈমান ও নিষ্ঠার শানদার নমুনা প্রদর্শন করিবেন এবং বৃদ্ধির সহিত নিজেদের ওয়াদা পেশ করিবেন।

আমি আশা করি ওয়াকফকে জদীদ যত অধিক মজবুত হইবে, খোদার ফজলে আর্থিক দিক দিয়া তাহরিক জদীদ এবং সদর আঞ্জুমন আহমদীয়া ও তত অধিক মজবুত হইবে। কারণ কোন মানুষের মনে যখন ঈমানের নূর প্রবেশ করে তখন তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তি হইবার রুহ ও পয়দা হয়। তখন সে প্রত্যেক নেক কাজে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

তাহরিক ওয়াকফে জদীদ আরম্ভ করিবার সময় সময় আমি ইহার চাঁদা ছয় লক্ষ টাকায় পৌঁছাইবার জন্য জামাতের বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা ছিল অনুমান মাত্র। পরন্তু পরবর্ত্তী দুই বৎসর আমি ইহার বাজেট ১২ লক্ষ টাকায় পৌঁছাইবার ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার বাজেট মাত্র এক লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। বন্ধুগণের চেষ্টা করা প্রয়োজন যে, ইহার বাজেট ১২ টাকায় পৌঁছে, এবং অধিক হইতে অধিকতর শক্তি এবং সাজ-সরঞ্জামের সহিত তবলীগে ইসলামের কাজ জারী রাখা যায়।

এই সংক্ষিপ্ত কথায় আমি আল্লাহতালার উপর ভরসা রাখিয়াও তাঁহার নিকট দোয়ার সহিত ওয়াকফে জদীদের ৫ম বর্ষ প্রারম্ভের ঘোষণা করিতেছি। আল্লাহতালা জামাতের বন্ধুগণকে চিরকাল তাঁহাদের কোরবানীর মান উচ্চ হইতে উচ্চতর করিবার তৌফিক দান করুন। এবং ঐদিন আমাদের নিকটবর্ত্তী করিয়া দিন, যেদিন ইসলাম সারা দুনিয়াময় প্রচারিত হয় এবং হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর পবিত্র রুহ আকাশে ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলেন যে খোদাতালা কর্ত্তৃক অর্পিত কর্ত্তব্য আহমদীয়া জামাত আদায় করিয়াছে।

স্বাক্ষর—(হজরত) মির্জা মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসিহ সানি ৩।১।৬২ ইং।

যে সমস্ত জামাত এখন ও তাহরিক জদীদের ওয়াদার লিষ্টী পাঠান নাই তাঁহারা অতি সত্বর ওয়াদার লিষ্টি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা।

ইসলাম বলে :— নারী জাতির কর্ম্মক্ষেত্র তাদের ঘর। স্বামীর গার্হস্থ্য জীবনের সব কিছুর দায়ীত্ব স্ত্রীর উপর। তারা গৃহ কর্ম্মের শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। সন্তানের লালন পালন করবে। তাদের উত্তম তরবিয়ত ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রাখবে। হা, প্রয়োজন বশতঃ বাইরে যাওয়ার ও আদেশ রয়েছে।

আর পাশ্চাত্য বলে :— 'নারী জাতি পুরুষত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ পুরুষই থাকিতে পারেনা'। John Stuart Mill. এর পার্লিমেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২০শে মে ১৮৬৭ইং'।

'নারী জাতি যতই পুরুষের কাজ কর্মে অংশ গ্রহণ করতে থাকবে, ততই নর-নারীর ভেতরকার মতভেদ দূর হতে থাকবে'। Earnest R. MOWER লিখিত The Family its organisation and dis or ganisation 1932.

এখন দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষা মানুষকে সম্পূর্ণ বিপরিত দিকে চালাচ্ছে। মুসলমানদের কর্ত্তব্য, ইসলামী শিক্ষাকে আকরে ধরা ও ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষার্থে চেষ্টিত থাকা। ঐ দিন দুরে নহে, যখন পাশ্চাত্য জাতি ইসলামী নীতি গ্রহণে বাধ্য হবে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের মনীষি বৃন্দের মনোভাব যে ইসলামের স্বপক্ষে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করা হবে।

হজরত আলী (রাঃ) র উপদেশ মিশরের আমীরের প্রতি।

হজরত আলী (রাঃ) মিশরের আমীর মালিক আশতারের নিকট লিখিত পত্রে যে সব উপদেশ দান করেছিলেন তন্মধ্যে থেকে উদ্ধৃত।

১) যে ব্যক্তি অন্যের ছিদ্রান্বেষন করে বেড়ায় তার থেকে দূরে থাকুন। এটা ঠিক যে মানুষ নিখুত নয়।

২) জনসাধারনের দুর্ব্বলতা যত দূর সম্ভব ঢেকে রাখুন. তা'হলে আপনার যে সব দুর্ব্বলতা জন সাধারনের কাছে আপনী ঢেকে রাখতে চান সেগুলো খোদা ঢেকে রাখবেন।

৩) কৃপনের পরামর্শ কখনো নেবেননা, কারণ সে আপনার উদারতাকে বিকৃতি করে দেবে এবং আপনাকে দারিদ্রের ভয় দেখাবে। কাপুরুষের ও পরামর্শ নেবেননা, কারণ সে আপনাকে প্রতারিত করে আপনার সঙ্কল্প থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। লোভী ব্যাক্তির ও পরামর্শ নেবেন না। কারন সে আপনাকে লোভের পরামর্শ দেবে এবং আপনাকে জালেমে পরিনত করবে। কৃপনতা, কাপুরুষতা এবং লোভ মানুষকে খোদার উপর বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৪) ভাল লোক এবং মন্দ লোকের সংগে একই রকম ব্যবহার করবেন না। তার ফলে ভাল লোক ভাল কাজ করতে নিরুৎসাহ বোধ করবে, এবং মন্দ লোক মন্দ কাজ করতে উৎসাহিত হবে। যার যে রকম গুণ তাকে সেই রকম পুরস্কৃত করুন। মনে রাখবেন যে এক মাত্র উদারতা, সুবিচার এবং সেবার মধ্য দিয়েই শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্প রিক বিশ্বাস ও শুভেচ্ছার সৃষ্টি হয়।

৫) আমাদের পূর্ব্ববর্তীরা যে সব মহৎ ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে গেছেন তাকে অবহেলা করবেন না, এসব ঐতিহ্য জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতি এবং প্রগতি এনে দিয়েছে। এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে তাদের কর্মোদ্যম হ্রাস পায়। যাঁরা ঐ সব ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরা তার পুরস্কার পেয়েছেন; কিন্তু ঐতিহ্য গুলোর মধ্যে যদি বিপর্যয় দেখা দেয়, তবে সে জন্যে দায়ী হবেন আপনীই।

৬) মনে রাখবেন জন সাধারণ কয়েকটি শ্রেনীতে বিভক্ত। একটি শ্রেনীর উন্নতি অন্যান্য প্রত্যেকটি শ্রেনীর উন্নতির উপর নির্ভর করে, এবং কোন শ্রেনী অন্য শ্রেনী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনা।

৭) কোন সময়েই জনসাধারণ থেকে দূরে থাকবেননা, কারণ তা করলে আপনী তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাবেন।

"মাহে-নও মার্চ, ১৩৬৮ বাং"।

পুনরায় আহমদী বৈজ্ঞানিকের পদক ও পুরস্কার লাভ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান উপদেষ্টা, লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজীর পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক এলং 'ঝং' (পশ্চিন পাকিস্তান) আঞ্জুমন আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের জেষ্ঠ পুত্র ডাঃ আবদুস সালাম সাহেবকে পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য লণ্ডনের কাউন্সিল অব দি ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি প্রথম ম্যাক্সওয়েল পদক ও পুরস্কার প্রদান করেছেন।

জনাব ডাঃ আঃ সালামের জন্যে এটা দ্বিতীয় সম্মান লাভ। আজ থেকে তিন বছর আগে ক্যম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি বিশ্ববিখ্যাত পুরস্কার হপকিন্স প্রাইজ লাভ করেছিলেন। ঐ পুরস্কারের নগল মূল্য ছিল বিশ সহস্র টাকা। ডাঃ আঃ সালাম সাহেবের আরও উন্নতি কামনা করি। আল্লাহতালা তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন এবং পাকিস্তান ও ইসলামের জন্যে বা বরকত করুক আমীন।

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর স্বাস্থ্য

আল্লাহতালার ফজলে হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। বন্ধুগণ দোয়া জারী রাখিবেন।

গত সংখ্যা আহমদীতে আমাদের প্রাক্তন আমীর জনাব খান সাহেব মৌঃ মোবারক আলী সাহেবের জন্য দোয়ার আবেদন করা হইয়াছিল। এই সংখ্যায় আমরা ইহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি এবং বন্ধুগণকে দোয়া জারী রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

আহমদী সম্পাদকের বাত বেদনার মধ্যে বিশের কোন কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এতদ্ব্যাতিত তাঁহার বড় মেয়ে মমতাজ জাহান বেগমও কয়েক মাসযাবৎ অসুখে ভুগিতেছে। ভাই বোনদের খেদমতে উভয়ের আরোগ্যের জন্য দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

এই সংখ্যার আহমদী বর্ত্তমান সম্পাদকের চারি বৎসর কার্য্য-কাল পূর্ণ করিল। আলহামদু লিল্লাহ। তারপর বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখে তাঁহার অবৈতনিক কাজের ২৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাই সম্পাদক সাহেব আহদীর পাঠক পাঠিকার খেদমতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন যেন তাঁহার বাকী জীবন ও আল্লাহতালা অবৈতনিক কাজের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত করিবার তৌফিক দান করেন। এখানে অবৈতনিক শব্দটি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে লিখিত হইল। এই জন্য সম্পাদক সাহেব অনুতপ্ত ও ক্ষমা প্রার্থী।

কতিপয় প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা

সেদিন জনৈক বন্ধু অভিযোগ করলেন যে তাঁর বোন (আহমদীর পাঠিকা এবং বি, এ, ক্লাসের ছাত্রী) আহমদীর অনেক গুলো শব্দ বুঝতে পারেনা। বিষয়টি বাস্তবিকই প্রাণিধান যোগ্য। তাই আমরা এ সংখ্যা 'আহমদী'তে কতিপয় শব্দের বাংলা ভাবার্থ দিয়ে ছিলাম এবং ভবিষ্যতে দিতে থাকব যেন পাঠক — পাঠিকার পক্ষে 'আহমদী' বুঝা কষ্ট সাধ্য না হয়।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) = প্রতিশ্রুত বা মসিহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

খলীফাতুল মসিহ = মসিহর খলীফা।

খলীফাতুল মসিহ সানি = মসিহর দ্বিতীয় খলীফা (আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান খলীফা)।

রবুবিয়ত = আল্লাহতা'লার সৃষ্টি ও রক্ষনা বেক্ষন বাচক গুণ।

রাহমানীয়ত = আল্লাহতা'লার প্রত্যেকের অবস্থানুসারে যথোপযুক্ত সরঞ্জাম ও উপকরন সরবরাহ করণ মুলক গুণ।

রাহীমিয়ত = যারা কাজ করেন তাদের উন্নতির জন্যে তাদেরকে সাহায্য করণ মুলক গুণ।

মালেকিয়ত = পুরস্কার ও শাস্তিদান বাচক গুণ। বাদশাহ হওয়া।

রাববুল আলামীন = বিশ্বের প্রতিপালক, রক্ষক, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার পরিবর্ত্তক ও পরিবর্দ্ধক ইত্যাদি।

ক্রমশঃ।

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.